


মিলাদে মোস্তফা

প্রথম ভাগ



হজরত আল্লামা রুহল আমিন (রহঃ)




মিলাদে মোস্তাফা

প্রথম খণ্ড

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস" ইহতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(পঞ্চম মুদ্রণ সন ১৪২০)

মূল্য- ৪০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على
رسوله سيدنا محمد وآله و اصحبه اجمعين ☆

মিলাদে - মোস্তাফা

প্রথম খণ্ড

মিলাদ শরিফের উদ্দেশ্য হজরত নবি (ছাঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত পাঠ করা, ইহাতে আনুষাঙ্গিকভাবে হজরতের জীবনী, মে'রাজ হেজরত, মো'জেজা ও শাফায়াত ইত্যাদির সমালোচনা করা হয়। কোর-আন শরিফে হজরত মুছা, ইছা, দাউদ, এবরাহিম, আদম, ছোলায়মান, আইউব, নুহ, ছালেহ, হুদ, শোয়াএব প্রভৃতি নবিগণের জীবনী উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ কোর-আন ও হাদিছে শেষ পয়গম্বর (ছাঃ)-এর জীবনী জ্বলন্ত ভাষায় লিখিত আছে, ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে, মানবের চরিত্র সংশোধিত হয়। যাঁহারা পৃথিবীর বহুলোকের জীবনী পাঠ করা দোষ বলিয়া মনে করেন না তাঁহারা কিরূপে সৃষ্টি শ্রেষ্ঠর শেষ নবীর জীবনী আলোচনা করা দূষিত বলিয়া ধারণা করিবেন ?

খোদাতায়ালা কোর-আন শরিফের ছুরা বাকারে হজরত আদম (আঃ)-এর জন্ম গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা তিনি বলিয়াছেন;-

إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ☆

"নিশ্চয় আমি জমিনে একজন খলিফা সৃষ্টি করিব"। তিনি ছুরা ত্বহা'তে হজরত মুছা (আঃ) এর জন্মকালীন ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন।

আরও তিনি ছুরা মরয়েমে হজরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর পয়দায়েশের সংবাদ দিয়া বলিয়াছেন ;—

وَ سَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا☆

"এবং তাহার উপর ছালাম—যে দিবস সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে দিবস মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে এবং যে দিবস পুনর্জীবিত হইবে" ।

এস্থলে স্বয়ং খোদাতায়ালা উক্ত পয়গম্বরের মিলাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ।

আরও খোদাতায়ালা উক্ত ছুরায় হজরত ইছা (আঃ)-এর মিলাদ কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন ,—

وَ السَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَ يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا☆

"এবং আমার প্রতি ছালাম হউক—যে দিবস আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, যে দিবস মৃত্যুমুখে পতিত হই এবং যে দিবস পুনর্জীবিত হই" ।

আরও তিনি ছুরা আল-এমরানে হজরত মরয়েম (আঃ)-এর পয়দায়েশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ।

নিম্নোক্ত আয়ত গুলিতে হজরতের পৃথিবীতে আগমন করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

১ । কোর-আন ছুরা তওবা;—

لَقَدْ جَآئَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيُصٌ عَلِيُكُمُ بِالْمُؤُ مِنِيُنَ رَؤُفٌ رَّحِيُمٌ ☆

"সত্যই তোমাদের শ্রেণী হইতে তোমাদের নিকট এরূপ একজন রছুল আগমন করিয়াছেন যে, তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তাঁহার পক্ষে কঠোর (অনুমতি) হয়, তোমাদের (ইমান আনার) প্রতি তিনি আগ্রহান্বিত, ইমানদারগণের প্রতি তিনি মহাদয়াশীল কৃপালু" ।

২ । কোর-আন ছুরা জুমা , —

هُوَ الَّذِئُ بَعَثَ فِئُ الْاُ مِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنهُمُ يَتلُوْا عَلَيُهِمُ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيُهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ☆

"তিনিই নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাদের শ্রেণী হইতে একজন রাছুল পয়দা করিয়াছেন—যিনি তাঁহাদের নিকট তাঁহার আয়ত সকল পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে পাক (নির্দ্দোষ) করেন এবং তাঁহাদিগকে কেতাব ও সূক্ষতত্ত্ব শিক্ষা দেন" ।

৩ । কোর-আন ছুরা মায়েদা ঃ —

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَ كِتَابٌ مُبِيْنٌ☆

"সত্যই তোমাদের নিকট আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে নুর ও প্রকাশ্য প্রমাণ আসিয়াছে"।

নুরের মর্ম্ম হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও প্রকাশ্য প্রমানের মর্ম্ম কোর-আন মজিদ ।

কোর আন পাকে বর্ণিত হইয়াছে, ——

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ☆

"এবং আমি তোমাকে জগদ্বাসিদিগের দয়া ব্যতীত প্রেরণ করিনাই" ।

আরও কালাম-মজিদে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ☆

"তুমি বল, তোমরা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ কর"।

প্রথম আয়তে হজরতের জগদ্বাসিদিগের দয়া হওয়া সপ্রমাণ হইল এবং দ্বিতীয় আয়তে তাঁহার গুণাবলী প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া সপ্রমাণ হইল, ইহাই মিলাদ পাঠের মূল উদ্দেশ্য।

কোর-আন পাকে বর্ণিত হইয়াছে ;—

وَلَقَدْ مَنَّ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ع ☆

"এবং সত্যই আল্লাহ ইমানদারগণের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যেহেতু তিনি তাহাদের মধ্যে তাহাদের শ্রেণী হইতে একজন রাছুল প্রেরণ করিয়াছেন—যিনি তাহাদের উপর তাঁহার আয়ত সকল পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে পাক করেন এবং তাহাদিগকে কেতাব ও হেকমত (সূক্ষতত্ত্ব) শিক্ষা প্রদান করেন।"

আরও কোর-আন পাকে আছে ;—

وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ☆

"এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বর্ণনা কর।"

প্রথম আয়তে হজরতের খোদাপ্রদত্ত অনুগ্রহ হওয়া সপ্রমাণ হইল, আর দ্বিতীয় আয়তে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া উহার সমালোচনা করা আবশ্যক হওয়া সপ্রমাণ হইল, ইহাই মিলাদ পাঠের উদ্দেশ্য।

ছহিহ মোছলেম, ২ / ৩০১ পৃষ্ঠা,—

"কোরাএশগণ হজরত নবি (ছাঃ)-এর উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই সময় তিনি ছাহাবাগণকে তাহাদের অপবাদ খণ্ডন করিতে আদেশ করিলেন, ইহা তাহাদের পক্ষে কশাঘাত হইতে কঠিনতর বোধ হইবে। এবনো রাওয়াহা কবিকে আহ্বান করায় তিনি তাহাদের প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু ইহাতে জনাব নবি (ছাঃ) সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পরে তিনি ছাহাবা কা'বকে আহবান করিলে, তিনি তাহাদের প্রতিবাদ করিলেন, ইহাতেও হজরতের তৃপ্তিলাভ হইল না। অবশেষে তিনি কবিবর হজরত হাছ্ছান (রাঃ) কে আহবান করিলেন, তিনি বলিলেন, আমি তাহাদের হৃদয় বিদারক প্রতিবাদ করিব। এতদ্ শ্রবণে হজরত নবি (ছাঃ) এই দোওয়া করিলেন, হে আল্লাহ, যত দিবস হাছ্ছান তোমার নবীর অনুকুলে কোরাএশদিগের অযথা অপবাদ খণ্ডন করিবে, ততদিবস যেন হজরত জিবরাইল (আঃ) তাহার সহায়তা করেন। তৎপরে হজরত হাছ্ছান কতকগুলি শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন"।

উপরোক্ত হাদিছে স্পষ্টভাবে ব্যাক্ত হইল যে, শত্রুদল হজরতের বিরুদ্ধে যে সময় অপবাদ প্রয়োগ করে, তৎসমুদয়ের খণ্ডন করা প্রত্যেক বিদ্বানের পক্ষে ওয়াজেব। বর্ত্তমান যুগে খৃষ্টান ও আর্য্য সমাজ হজরত নবি (ছাঃ) এর বিরুদ্ধে অনেক অযথা অপবাদ প্রয়োগ করতঃ কতক মুছলমানের মতিভ্রম ঘটাইতেছে, এই সময়ে হজরতের চরিত্রাবলী, পয়গম্বরী (প্রেরিতত্ত্ব) ও অলৌকিক কার্য্যকলাপ পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করা নিতান্ত জরুরি, ইহাই মিলাদ পাঠের মূল উদ্দেশ্য।

১। কোর-আন সুরা আল-এমরাণ ঃ—

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ
حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآئَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ
وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى
ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا
مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ☆

"এবং যে সময় আল্লাহ নবীগণের নিকট অঙ্গীকার লইয়াছিলেন— অবশ্য আমি তোমাদিগকে যে কেতাব ও হেকমত প্রদান করিব, তৎপরে তোমাদের নিকট একজন রাছুল আগমন করিবেন যিনি তোমাদের সহিত যাহা আছে তাহার সত্যতা প্রমাণকারী হইবেন, তখন তোমরা অবশ্য তাঁহার প্রতি ইমান আনিবে এবং তাঁহার সহায়তা করিবে। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা স্বীকার করিলে কি এবং ইহার উপর আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করিলে কিম্বা তাঁহারা বলিলেন, স্বীকার করিলাম। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাকিলে এবং আমি তোমাদের সহিত সাক্ষ্যদাতা রহিলাম।"

মাওয়াহেবে-লাদোন্নীয়া, ১/৮ পৃষ্ঠা;—

"যখন আল্লাহতায়ালা আমাদের নবি (ছাঃ)-এর নুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নুর হইতে অন্যান্য নবিগণের নুরগুলি বাহির করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে উক্ত নুরগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে উক্ত নুর তাঁহাদিগকে এরূপ ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল যে, আল্লাহ্ তদ্বারা তাঁহাদিগকে বাক্‌শক্তি সম্পন্ন করিয়া দিলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, কাহার নুর আমাদিগকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিল? আল্লাহতায়ালা বলিলেন, ইহা আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদের নুর--যদি তোমরা তাহার প্রতি ইমান আন, তবে আমি তোমাদিগকে নবীপদে বরণ করিয়া লইব, তাহারা বলিলেন আমরা তাঁহার প্রতি ও তাহার নবুয়তের প্রতি ইমান আনিলাম।" ইহাই উপরোক্ত আয়তের মর্ম্ম।

এমাম এমাদদ্দিন এবনে কছির উপরোক্ত আয়তের টিকায় লিখিয়াছেন, হজরত আলি ও এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন,— আল্লাহতায়ালা (হজরত) আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া যত পয়গম্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসমস্তের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন যে, যদি তাহাদের জীবদ্দশায় (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) প্রেরিত হন, তবে তাহারা তাহার প্রতি ইমান আনিবেন এবং তাহারা সহায়তা করিবেন। আরও নিজেদের উম্মতগণের নিকট হইতে উপরোক্ত বিষয়ের অঙ্গীকার লইবেন।

শেখ তকিউদ্দিন সুবকি লিখিয়াছেন, উপরোক্ত আয়তে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)-এর মহান পদ ও উচ্চ মর্য্যাদার কথা জ্বলন্তভাবে প্রকটিত হইতেছে। যদি তিনি অন্যান্য নবিগণের জামানায় প্রেরিত হইতেন, তবে তিনি তাহাদের রাছুল হইতেন। হজরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া কেয়ামত অবধি সমস্ত লোকের পক্ষে তাহার নবুয়ত ও রেছালতের প্রতি ইমান আনা আবশ্যক হইত এবং সমস্ত নবী ও তাহাদের উম্মতগণ তাহার উম্মতভুক্ত হইতেন। হাদিছ শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমি সমস্ত লোকের নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছি। ইহাতে একথা বুঝা যায় না যে, তিনি কেবল তাহার জামানার বা তৎপরবর্ত্তী জামানার লোকদিগের নবী ছিলেন। বরং ইহা বুঝা যায় যে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জামানার লোকদিগেরও নবী ছিলেন। ইহাতে নিম্নোক্ত হাদিছের মর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়িল;—

"যে সময় আদমের দেহের মধ্যে প্রাণ না আসিয়াছিল, সেই সময় আমি নবী ছিলাম।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) নবীগণের নবী ছিলেন, এই হেতু মে'রাজের রাত্রে তিনি নবীগণের এমাম হইয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন এবং পরকালে সমস্ত নবী তাঁহার প্রশংসা-পতাকার (লেওয়াওল হামদের) তলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

২। মেশকাত, ৫১৩ পৃষ্ঠা;—

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى وَ جَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّحِ وَ الْجَسَدِ☆

তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন ; —

"সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ কোন সময় আপনার নবুয়ত সাব্যস্ত হইয়াছে? হজরত বলিলেন, যখন আদমের দেহ প্রাণহীন অবস্থায় ছিল।"

৩। মেশকাত উক্ত পৃষ্ঠা ;—

قَالَ اِنِّى عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَ اِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهِ☆

হজরত বলিয়াছেন,"যে সময় আদম খমিরযুক্ত মৃত্তিকায় পড়িয়াছিলেন, সেই সময় আমি আল্লাহ-তায়ালার নিকট নবিগণের শেষ বলিয়া লিখিত ছিলাম।"

৪। খাছায়েছে-কোবরা, ৩ পৃষ্ঠা;—

عَنْ سَهْلٍ قَالَ سَاَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَيْفَ صَارَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يَتَقَدَّمُ الْاَنْبِيَاءَ وَهُوَ اٰخِرُ مَنْ بُعِثَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا اَخَذَ مِنْ بَنِىْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَاتِهِمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم اَوَّلَ مَنْ قَالَ وَ لِذٰلِكَ صَارَ يَتَقَدَّمُ الْاَنْبِيَاءَ وَهُوَ اٰخِرُ مَنْ بُعِثَ☆

"ছাহল বলেন, আমি আবু জা'ফর বেনে মোহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) সর্ব্বশেষে প্রেরিত হইয়া কিরূপে নবীগণের প্রথম হইলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ-তায়ালা যে সময়

আদম সন্তানগণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধরগণকে বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে নিজের প্রতিপালক হওয়ার একরার লইয়াছিলেন, সেই সময় (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) প্রথমেই 'হ্যাঁ' বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি শেষ প্রেরিত পুরুষ হইলেও নবিগণের অগ্রনী হইয়াছেন।

৫। মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া, ৯ পৃষ্ঠা ; —

رَوَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَ اُمِّيْ اَخْبِرْنِيْ عَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰي وَ لَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَ لَا قَلَمٌ وَ لَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَ لَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَ لَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَ قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَ مِنَ الثَّانِيْ اللَّوْحَ وَ مِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْا الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ مِنَ الثَّانِىْ الْكُرْسِيَّ وَ مِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ

اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوَاتِ وَ مِنَ الثَّانِى

الْاَرْضِيْنَ وَ مِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ

الرَّابِعَ اَرْبَعَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ

الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مِنَ الثَّانِىْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَ هِىَ الْمَعْرِفَةِ

بِاللّٰهِ وَ مِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَ هُوَ التَّوْحِيْدُ ☆

"আবদুর রাজ্জাক রেওয়াএত করিয়াছেন, (হজরত) জাবের বেনে-আবদুল্লাহ আনছারী বলিয়াছেন, আমি বলিয়াছিলাম, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আমার পিতা ও মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি আমাকে সংবাদ দিন আল্লাহতায়ালা সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন বস্তু সৃজন করিয়াছিলেন? হজরত বলিলেন, হে, জাবের, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা সমস্ত বস্তুর পূর্ব্বে নিজের (হুকুমের) নুর হইতে তোমার নবীর নুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎপরে উক্ত নুর (জ্যোতি) আল্লাহতায়ালার শক্তিতে তাহার ইচ্ছানুযায়ী যথা তথা ভ্রমণ করিতে লাগিল, সেই সময় লওহ (সুরক্ষিত ফলক), কলম, বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, আসমান, জমিন, সূর্য্য, চন্দ্র, জ্বেন ও মনুষ্য কিছুই ছিল না। তৎপরে আল্লাহ যে সময় জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিলেন, তখন উক্ত নূরটি চারি অংশে বিভক্ত করিলেন, প্রথম অংশ-দ্বারা কলম, দ্বিতীয় অংশ-দ্বারা লওহ ও তৃতীয় অংশ দ্বারা আর্শ সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে চতুর্থ অংশকে চারি-ভাগে বিভক্ত করিলেন, একভাগ-দ্বারা আর্শবাহক ফেরেশতাগণ, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা কুরছি, এবং তৃতীয় ভাগ-দ্বারা অবশিষ্ট ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে এই চতুর্থ অংশকে চারি অংশে বিভক্ত করিলেন, প্রথম অংশ-দ্বারা আছমান সকল, দ্বিতীয় অংশ-দ্বারা জমিন সকল, এবং তৃতীয় অংশ-দ্বারা বেহেশত ও দোজখ সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে এই চতুর্থ অংশকে

চারি অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ-দ্বারা ইমানদারগণের চক্ষের জ্যোতিঃ দ্বিতীয় অংশ দ্বারা তাঁহাদের অন্তরের জ্যোতিঃ অর্থাৎ আল্লাহ-তায়ালার মা'রেফাত এবং তৃতীয় অংশ দ্বারা তাঁহাদের প্রেমের জ্যোতিঃ অর্থাৎ তওহিদ সৃষ্টি করিলেন।"

এস্থলে দুইটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রথম এই যে, এই হাদিছে বুঝা যায় যে, সর্ব্বপ্রথমে হজরতের নূর সৃজিত হইয়াছিল।

আহমদ ও তেরমেজি রেওয়াএত করিয়াছেন ঃ—

আল্লাহ প্রথমে কলমকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, হে কলম তুমি লেখ। কলম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমি কি লিখিব? আল্লাহ বলিয়াছিলেন প্রত্যেক বস্তুর অদৃষ্ট (তকদির) লেখ।

সহিহ্ হাদিছে আছে ঃ—

"রাছুল (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট বস্তুগুলির অদৃষ্ট নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার আর্শ পানির উপর ছিল। এই হাদিছে বুঝা যায় যে, কলমের পূর্ব্বে আর্শ সৃজিত হইয়াছিল।

আবু-রজিনের হাদিছে আছে, আর্শের পূর্ব্বে পানি সৃজিত হইয়াছিল।

সত্য মত এই যে, প্রথমে হজরতের নুর সৃজিত হইয়াছিল, তৎপরে অন্যান্য বস্তু সৃজিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথা এই যে জরকানি উক্ত হাদিছের মর্ম্মে লিখিয়াছেন, অন্য কাহারও মধ্যস্থতা ব্যতীত খোদার এরাদায় হজরতের নূর সৃজিত হইয়াছিল। উহার এরূপ অর্থ হইতে পারে না। খোদার নূরের অংশ হইতে হজরতের নূর সৃজিত হইয়াছিল।

আছারে-মরফুরা, ২৭২ পৃষ্ঠা;—

সাধারণ লোক মিলাদ শরিফে বর্ণনা করিয়া থাকে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর নূর খোদার নূরের অংশ বিশেষ, ইহা বাতীল মত, কেন না ইহাতে হজরতের খোদার অংশ হওয়া সাব্যস্ত হয় কিন্তু তিনি অংশ বিহীন এক। মছনদে আবদুর রাজ্জাক নামক হাদিছ গ্রন্থে হজরতের নূর সৃষ্টি সম্বন্ধে যে হাদিছটি বর্ণিত হইয়াছে, উহার মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা

অতি সম্মানের সহিত প্রথমেই হজরতের নূর সৃষ্টী করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহাকে নুরুল্লাহ বলা হইয়াছে, যেরূপ তিনি হজরত আদম (আঃ) ও হজরত ইছা (আঃ) কে বিনা পিতায় সৃষ্টী করতঃ, 'রুহুল্লাহ' (খোদার রুহ) এবং পৃথিবীর প্রথমে সম্মানের সহিত কাবা গৃহকে সৃষ্টী করিয়া উহাকে বয়তুল্লাহ, (খোদার গৃহ) বলিয়াছেন।"

কাছায়েদে-আমলিয়ার টিকা ঃ—

"খোদার কোন অংশ নাই, সাধারণ লোকে মিলাদ পাঠকালে বলিয়া থাকে যে, হজরতের নূর খোদার নূরের একাংশ, এইরূপ বিশ্বাস ও কথায় মনুষ্য কাফের হইয়া যায়।"

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি 'মজমুয়া-ফাতাওয়া'র দ্বিতীয় খণ্ডে ২৬০ / ২৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"আল্লাহতায়ালার জাত 'কাদিম' অনাদি), আমাদের নবী (ছাঃ) এর জাত 'হাদেছ' (নব সৃজিত), কাজেই সৃষ্ট বস্তু অনাদি যিয়ের অংশ হইতে পারে না। ইহা আকায়েদের কেতাব সমূহের মর্ম্ম। ইহাই মুসলমান সম্প্রদায়ের আকিদা (মত), যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত মত ধারণ করে, সে ব্যক্তি মুসলমানগণের নিকট কাফের ও জিন্দিক।"

ইহার বিস্তারিত সমালোচনা জানিতে ইচ্ছা করিলে, মৎ প্রণীত জরুরী মাসায়েল তৃতীয় ভাগ পাঠ করুন।

৬। মাওয়াহেবে-লাদোন্নিয়া, ১ / ১০ পৃষ্ঠা ঃ—

قَالَ كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّيْ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ بِاَرْبَعَةَ عَشَرَ اَلْفٍ ☆

আহকামে এবনোল-কর্ত্তানে আছে ঃ—

"হজরত বলিয়াছেন, আমি আদম (আঃ) সৃষ্টির ১৪ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আল্লাহতায়ালার দরবারে নূর ছিলাম।" পাঠক মনে রাখিবেন, হজরত জাবেরের হাদিছে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, হজরত নবী (ছাঃ) এর নূর আরশের পূর্ব্বে সৃজিত হইয়াছিল, অন্য হাদিছে সপ্রমাণ হইয়াছ যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্শ সৃজিত হইয়াছিল, কাজেই এই হাদিছের

অর্থ এইরূপ হইবে যে, ১৪ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আল্লাহতায়ালা উক্ত নূরকে বিশিষ্ট আকৃতি প্রদান করিয়া নিজ দরবারে স্থান দান করিয়াছিলেন।

৭। খাছায়েছে-কোবরা, ১/৬ পৃষ্ঠা;—

এবনে-আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন, কা'বোল-আহবার বলিয়াছেন, আল্লাহ (হজরত) আদম (আঃ) এর নিকট নবি ও রাছুলগণের সংখ্যা পরিমাণ (বেহেশ্‌তী) যষ্ঠি নাজিল করিয়াছিলেন, (হজরত) আদম (আঃ) নিজ পুত্র শীশ (আঃ) কে বলিয়াছিলেন, হে প্রাণাধিক পুত্র তুমি আমার পরে আমার খলিফা (স্থলাভিষিক্ত) হইবে, তুমি উক্ত খেলাফত পরহেজগারি ও দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর। তুমি যে কোন সময় আল্লাতায়ালার নাম উচ্চারণ করিবে, তাঁহার সঙ্গে (গজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নাম উচ্চারণ করিবে, কেননা যে সময় আমার খমিরযুক্ত মৃন্ময় দেহে প্রাণবায়ু প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সময় তাঁহার নামটি আর্শের পাদদেশে দর্শন করিয়াছিলাম, তৎপরে আমি আসমান সমূহের ভ্রমণ কালে তৎ-সমুদয়ের প্রত্যেক স্থানে তাঁহার নাম অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম। তৎপরে খোদা আমাকে বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করিয়াছিলেন, আমি উহার প্রত্যেক কক্ষ (কামরা) ও অট্টালিকায়, হুরদিগের বক্ষঃস্থলে, বৃক্ষাদির, বিশেষতঃ তুবা ও কুল বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রে, পরদাসমূহের প্রতি প্রান্তে ও ফেরেশতা গণের ললাটে তাঁহার নাম লিখিত দেখিয়াছিলাম।

৮। মাওয়াহেবে-লাদোন্নিয়া, ১/৯ পৃষ্ঠা;—

لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَلٰي اٰدَمَ اَلْهَمَهُ قَالَ يَارَبِّ كَنَّيْتَنِىْ اَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اٰدَمُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَرَاٰيْ نُوْرَ مُحَمَّدٍفِىْ سُرَادِقِ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هٰذَا نُوْرُ نَبِيٍّ مِنْ ذُرِّيَتِكَ اَسْمُهُ فِىْ السَّمَاءِ اَحْمَدُ وَ فِي الْاَرْضِ مُحَمَّدٌ لَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ وَ لَا خَلَقْتُ سَمَاءً وَ لَا اَرْضًا ☆

"যে সময় আল্লাহ (হজরত) আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেন তাঁহাকে এলহাম করেন, আদম বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক তুমি আমার 'কুনিয়তি' নাম আবু মোহাম্মদ রাখিলে কেন? আল্লাতায়ালা বলিলেন, হে আদম, তুমি তোমার মস্তক উত্তোলন কর। ইহাতে তিনি মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক আরশের পরদাগুলির উপর (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নূর দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, এই নূরটি কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা তোমার সন্তানগণের মধ্যে একজন নবীর নূর, আসমানে তাঁহার নাম আহমদ ও জমিনে তাঁহার নাম মোহাম্মদ। যদি তিনি সৃজিত না হইতেন, তবে তোমাকে সৃষ্টি করিতাম না এবং আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করিতাম না।"

পাঠক, মনে রাখিবেন, সাধারণ লোকে মিলাদ শরিফে لولاكا لما خلقت الافلاك 'লওলাকা লামা খালকতোল আফলাক' পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব ফাতাওয়ায়-আজিজিতে লিখিয়াছেন যে, এইরূপ শব্দের কোন হাদিছ পরিলক্ষিত হয় নাই। মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেব ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়াতে লিখিয়াছেন যে, ইহা জাল কথা।

মোল্লা আলি কারী লিখিয়াছেন, ইহার মর্ম্ম সহিহ, কিন্তু কোন কোন বিদ্বান উহা জাল কথা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

৯। জরকানি, ১/৪৯/৫০ পৃষ্ঠা ঃ—

"যে সময় আল্লাহ (হজরত) আদমকে সৃষ্টী করিলেন, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর নূরকে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিলেন। তখন উক্ত নূর তাঁহার ললাটদেশে দীপ্তমান হইতেছিল, এমন কি অন্যান্য নূরগুলিকে ক্ষীণপ্রভ করিয়া ফেলিল। তৎপরে আল্লাহ তাঁহার রাজ্যের সিংহাসনে তাঁহার স্থান দিলেন এবং উহাকে ফেরেশতাগণের বাজুর উপর স্থাপন করিলেন। তাঁহারা উক্ত আদমকে আসমান সমূহে বিচরণ করাইলেন, যেন তিনি তাঁহার আত্মিক জগতের আশ্চর্য্যজনকবিষয়গুলি পরিদর্শন করেন।"

১০। জরকানি, ১/৫২/৫৩ পৃষ্ঠা ঃ —

"এবনো-জওজি উল্লেখ করিয়াছেন, যে সময় হজরত আদম (আঃ) হাওয়া বিবির সহিত সঙ্গম করার চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট মোহর লইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন হে আমার প্রতিপালক, আমি তাঁহাকে কি মোহর প্রদান করিব? আল্লাহ বলিলেন, তুমি আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর ২০ বার দরুদ পাঠ কর, ইহাই তাহার মোহর হইবে।"

১১। মাওয়াহেবে-লাদোন্নিয়া, ১/১২ পৃষ্ঠা;—

(হজরত) ওমার বেনেল খাত্তাব রেওয়াএত করিয়াছেন হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, (হজরত) আদম (আঃ) নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করার পরে বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক আমি মোহাম্মদ (ছাঃ) এর অছিলায় প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে মা'ফ করিবে না? আল্লাহ বলিলেন হে আদম, এখন পর্যন্ত আমি মোহাম্মদকে পৃথিবীতে প্রেরণ করি নাই, তুমি কিরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলে?

(হজরত) আদম (আঃ) বলিলেন, যখন তুমি নিজ শক্তিতে আমাকে সৃষ্টী করিয়া আমার মধ্যে আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলে, আমি মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক আর্শের পাদদেশে "লাএলাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ" লিখিত দেখিয়াছিলাম, ইহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তোমার নামের সহিত যাহার নাম যোগ করিয়াছ, তিনি তোমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হইবেন। আল্লাহ বলিলেন, হে আদম তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, তিনি সৃষ্টীর মধ্যে আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র। যখন তুমি তাঁহার অছিলায় আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ, তখন তোমাকে মা'ফ করিলাম, আর যদি মোহাম্মদ না হইতেন, তবে আমি তোমাকে সৃষ্টী করিতাম না। বয়হকি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

১২। কোর-আন, ছুরা বাকারাহ্ ঃ—

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ☆

"হে আমার প্রতিপালক, তাহাদের মাধ্যে তাহাদের শ্রেণী হইতে একজন রাছুল প্রেরণ কর— যিনি তাহাদের উপর তোমার আয়ত পাঠ করেন, তাহাদিগকে কেতাব ও সূক্ষ্মজ্ঞান শিক্ষা দেন, এবং তাহাদিগকে নির্দ্দোষ করেন।"

১৩। খাছায়েছে-কোবরা, ১/৯ পৃষ্ঠা;—

এবনো-জরির উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, যখন (হজরত) এবরাহিম (আঃ) উক্ত দোয়া করিয়াছিলেন, তখন একজন ফেরেশতা বলিয়াছিলেন, তোমার দোয়া কবুল করা হইল কিন্তু উক্ত রসুল শেষ জামানায় হইবেন।

১৪। উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

এবনো ছা'দ উল্লেখ করিয়াছেন যখন (হজরত) এব্রাহিম (আঃ) বিবি হাজেরা (রাঃ) কে শাম দেশ হইতে স্থানান্তরিত করার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি বোরাকের উপর আরোহন করিলেন, যখন তিনি কোন সুমিষ্ট ও নরম জমির নিকট দিয়া গমন করিতেন, তখন জিবরাইলকে তথায় নামিতে বলিতেন, হজরত জিবরাইল ইহা অস্বীকার করিতেন, এমন কি তিনি মক্কা শরিফে উপস্থিত হইলে, হজরত জিবরাইল বলিলেন, হে এব্রাহিম, তুমি এস্থলে অবতরণ কর। তিনি বলিলেন যে স্থলে দুগ্ধ ও শস্য নাই, (সেই স্থলে নামিব?) (হজরত) জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, হ্যাঁ, এই স্থানে তোমার বংশধরগণের মধ্য হইতে উম্মি নবী প্রকাশ হইবেন— যাহার দ্বারা উচ্চ কলেমা পুর্ণতা লাভ করিবে।"

১৫। মেশকাত, ৫১৩ পৃষ্ঠা;—

وَ سَاُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِيْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَشَارَةُ عِيْسٰي وَرُؤْيَا اُمِّي الَّتِىْ رَاَتْ حِيْنَ وَ ضَعَتْنِىْ وَ قَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ ☆

আহমদ ও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন আমি অচিরে তোমাদিগকে আমার প্রথম অবস্থার সংবাদ প্রদান করিব—(আমি) এবরাহিমের দোয়া, ইছার সুসংবাদ এবং আমার মাতার চাক্ষুষ দর্শন- যাহা তিনি যখন আমাকে প্রসব করিয়া ছিলেন দেখিয়াছিলেন, নিশ্চয় তাঁহার জন্য একটি নূর (জ্যোতিঃ) প্রকাশ হইয়াছিল— যদ্দ্বারা শাম দেশের অট্টালিকাগুলি আলোকিত হইয়াছিল।"

এই হাদিছে হজরত নিজে তাঁহার মিলাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬। কোর-আন ছুরা আ'রাফ—১৯ রুকু ।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ☆
يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ☆

"যাহারা উম্মি রাছুল নবীর আদেশ পালন করেন, যাহারা তাঁহার নাম তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পাইয়া থাকেন, যিনি তাহাদিগকে সৎকার্য্যের হুকুম করেন, অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করেন, পাক বস্তুসকল তাহাদের জন্য হারাম করিয়া দেন নাপাক বস্তু সকল তাহাদের উপর হারাম করেন, তাহাদের উপর হইতে তাহাদের বোঝা এবং গলবন্ধন যাহা তাহাদের উপর ছিল নামাইয়া দেন (অর্থাৎ মুছাবি—শরিয়তের কঠিন ব্যবস্থাগুলি সহজ করিয়া দেন এবং খৃষ্টানদিগের ব্যবহৃত নাপাক বস্তুগুলি হারাম করিয়া দেন)।"

এই আয়তে সপ্রমাণ হইতেছে যে, শেষ নবী কর্ত্তৃক তওরাত ইঞ্জিলের কতক ব্যবস্থা মনছুখ করা হইয়াছে।

১৭। কোর-আন সুরা ফাতহ্ ঃ—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰي عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ☆

"মোহাম্মদ আল্লাহ্ তায়ালার রাছুল এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে আছে তাহারা কাফেরদিগের প্রতি কঠিন, নিজেদের মধ্যে সদয়, তুমি তাহাদিগকে রুকুকারী, ছেজদাকারী, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও সন্তোষের অন্বেষণকারী দেখিবে ছেজদার চিহ্ন তাহাদের মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইবে, তওরাতে তাহাদের দৃষ্টান্ত এবং ইঞ্জিলে তাহাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ (লিখিত) আছে—যথা, একটি শস্য আপন হরিৎকাণ্ডকে বাহির করিয়াছে,পরে উহাকে সবল করে, অনন্তর তাহা পরিপুষ্ট হয়, অবশেষে আপন পাদদেশের উপর স্থায়ী হইয়া কৃষকদিগকে পুলকিত করে, আল্লাহ্ যেন তদ্দ্বারা কাফেরদিগকে রাগান্বিত করেন।"

আয়তের মূল মর্ম্ম, তওরাত ও ইঞ্জিলে হজরত ও তাঁহার সাহাবাগণের নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে—যেমন শস্য ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র

চারাগুলি প্রথমতঃ দুৰ্ব্বল থাকে, তৎপরে বুদ্ধি-প্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া কৃষকের মনে আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ হজরত ও তাঁহার সহচরগণের ধৰ্ম্ম প্রচারের অবস্থা প্রথমতঃ দুৰ্ব্বল ছিল, পরিণামে এরূপ শক্তিশালী হইবে যে, জগতের লোক তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইবে।

১৮। কোর আন সুরা ছাফা —

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِىْ اَسْمُهٗ اَحْمَدُ ط

"এবং যে সময় মরিয়মের পুত্র ইছা বলিয়াছেন, হে ইস্রাইল সন্তানগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের দিকে আল্লাহতায়ালার রাছুল, আমার সম্মুখে যে তওরাত আছে তাহার সত্যতা প্রমাণকারী এবং এরূপ একজন রাছুলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আগমন করিবেন, যাহার নাম আহমদ হইবে।"

১৯। কোর আন সুরা আম্বিয়া ঃ—

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ ☆

"নিশ্চয় আমি তওরাতের পরে জবুরে লিখিয়াছি যে, অবশ্য আমার সৎবান্দাগণ উক্ত জমিনের উত্তরাধিকারী হইবেন।"

"এবনে-আবিহাতেম, হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আসমান ও জমিনের সৃষ্টীর পূর্ব্বে তওরাত ও জবুরে সংবাদ দিয়াছেন যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মত জমিনের মালিক হইবেন।"—খাছায়েছে কোবরা' ১/২৯ পৃষ্ঠা ঃ—

২০। মেশকাত, ৫১২ পৃষ্ঠা—

عَنْ عَطَا ئِبْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَرِ وَبْنِ الْعَاصِ قُلْتُ اَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ اَجَلْ وَ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَمَوْصُوْفٌ فِي التَّوْرَاةَ بِبَعْضِ صِفَتِهٖ فِى الْقُرْاٰنِ يٰاَيُّهَاالنَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَ حِرْزًالِّلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِىْ وَ رَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَ لَاغَلِيْظٍ وَ لَاسَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَ لَايَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَ لٰكِنْ يَعْفُوْ وَ يَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰي يُقِيْمُ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بَانْ يَّقُوْلُوْا لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ يَفْتَهُ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَ اٰذَانًا صُمًّا وَ قُلُوْ بًا غُلْفًا☆

"আতাবেনে ইয়াছার বলিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ বেনে আমর বেনে আছের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে রাছুল (ছাঃ) এর তওরাত লিখিত গুণাবলীর সংবাদ প্রদান করুন তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, খোদার শপথ, কোর-আন উল্লিখিত কতক গুণাবলী তওরাতে উল্লিখিত হইয়াছে—হে

নবী, নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী এবং নিরক্ষর সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল করিয়াছি, তুমি আমার সেবক ও রাছুল, তোমাকে 'মোতাওয়াক্কেল' (খোদার উপর নির্ভরকারী) নামে অভিহিত করিয়াছি, তিনি কর্কশভাষী,কঠোর হৃদয় এবং বাজার সমূহে উচ্চশব্দকারী (কলহকারী) নহেন তিনি ক্ষতির প্রতিশোধে ক্ষতি করেন না, বরং ক্ষমা করেন এবং মার্জনার দোয়া করেন। যতক্ষণ তিনি ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে সোজা না করেন, এমন কি তাহারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে, ততক্ষণ আল্লাহ তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন না। তিনি উক্ত কলেমা দ্বারা অন্ধ চক্ষুগুলি, বধীর কর্ণগুলি ও কালিমাময় অন্তরগুলি খুলিয়া দিবেন।'' এবনো-আছাকের, আবদুল্লাহ্ ছালাম হইতে ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

২১। মেশকাত, ৫১৪ পৃষ্ঠা ও তারিখে-এবনো-আছাকের ১/৪২ পৃষ্ঠা —

عَنْ كَعْبٍ يَحْكِىْ عَنِ التَّوْرَاةِ قَالَ نَجِدُ مَكْتُوْباً مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَبْدِىَ الْمُخْتَارُ لَا فَظٌّ وَ لَا غَلِيْظٌ وَلَا شَخَابٌ فِىْ الْاَسْوَاقِ وَ لَا يَجْزِىْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَ لٰكِنْ يَّعْفُوْ وَ يَّغْفِرُ مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَ هِجْرَتُهٗ بِطَيْبَةَ وِ مُلْكُهٗ بِالشَّامُ وَ اُمَّتُهُ الْحَمَّادُوْنَ يَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِى السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ يَحْمِدُوْنَ اللّٰهَ فِىْ كُلِّ مَنْزِلَةٍ وَيُكَبِّرُوْنَهٗ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ رُعَاةٌ لِّلشَّمْسِ يُصَلُّوْنَ الصَّلٰوةَ اِذَا جَاءَ وَ

قُتَهَا يَتَا رَرَّوْنَ عَلٰى اَنْصَافِهِمْ وَيَتَوَضَّؤُنَ عَلٰى اَطْرَ

افِهِمْ فِى الصَّلٰوةِ سَوَاءٌ لَهُمْ بِاللَّيْلِ دُوِىٌّ كَدَوِىِّ

النَّحْلِ☆

দারমি বর্ণনা করিয়াছেন—

"কা'ব, তওরাত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমরা তওরাতে লিখিত পাইতেছি, মোহম্মদ, আল্লাহ্ তায়ালার রাছুল, আমার মনোনীত সেবক' তিনি কঠোর স্বভাব কর্কশ-ভাষী নহেন, বাজার সমুহের চিৎকারকারী (কলহকারী) নহেন, অত্যাচারের প্রতিশোধে অত্যাচার করেন না, কিন্তু তিনি নার্জনা করেন এবং মার্জনার দোয়া করেন। তাঁহার জন্মস্থান মক্কা তাঁহার হেজরত স্থান মদিনা, তাঁহার রাজ্য শ্যাম দেশ। তাঁহার উম্মতগণ (খোদার) অতিশয় প্রশংসাকারী, তাঁহারা আপদে বিপদে আল্লাহ্ তায়ালার গুণকীর্তন করিবেন, প্রত্যেক মঞ্জেলে তাঁহারা সুখ্যাতি করিবেন, প্রত্যেক উচ্চস্থলে তাঁহারা তকবির পড়িবেন, (নামাজের ওয়াক্ত নির্দ্ধারন করিতে) সূর্য্যের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবেন, নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে, নামাজ পড়িবেন, কটিদেশে তহবন্দ ব্যবহার করিবেন, ওজু করিতে হস্ত পদ ও মুখমণ্ডল ধৌত করিবেন; তাহাদের আজানদাতা উচ্চ মিনারায় আজান দিবেন, জেহাদ ও নামাজে তাঁহাদের একই প্রকার সারি হইবে, রাত্রিতে (তছবিহ্ ও কোর-আন পাঠে) মধুমক্ষিকার ন্যায় তাঁহাদের অনুচ্চ শব্দ হইবে।"

২২। মেশকাত, ৫১৫ পৃষ্ঠা—

قَالَ مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَ عِيْسٰى بْنِ

مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهٗ قَالَ اَبُوْ مَوْدُوْدٍ وَقَدْ بَقِىَ فِي الْبَيْتِ

مَوْضَعُ قَبْرٍ ☆

তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

''আব্দুল্লাহ বেনে ছালাম বলিয়াছেন, তওরাতে (হজরত) মোহাম্মদের এইরূপ চিহ্ন লিখিত আছে যে, (হজরত ইছা বেনে মরইয়াম) তাঁহার নিকট প্রোথিত হইবেন। আবু মওদুদ বলিয়াছেন, (রওজা শরিফের) হোজরাতে একটি কবরের স্থান বাকী আছে।''

২৩। খাছায়েছোল-কোবরা ১১১ পৃষ্ঠা—

আবু নইম বর্ণনা করিয়াছেন, (জনাব) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন তওরাত (হজরত) মুছা (আঃ) এর উপর নাজিল হইয়াছিল, তখন তিনি উহা পাঠ করিয়া শেষ নবীর উম্মতের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক আমি তওরাতের ফলকে এক উম্মতের অবস্থা অবগত হইয়াছি যে, তাহারা পৃথিবীতে সর্ব্বশেষ আগমণ করিবে, কিন্তু পদমর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাদিগকে আমার উম্মত করিয়া দাও। খোদা বলিলেন, উহারা (শেষ নবী) আহমদের উম্মত। তৎপরে (হজরত) মুছা বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি তওরাতে এরূপ এক উম্মতের অবস্থা অবগত হইলাম— যাহারা দোয়া করিলে, উহা গৃহিত (মকবুল) হইবে, তাহাদিগকে আমার উম্মত করিয়া দাও। আল্লাহ বলিলেন, উহারা আহমদের উম্মত। (হজরত) মুছা (আঃ) বলিলেন, হে আমার মালিক, তওরাতে এরূপ এক উম্মতের অবস্থা অবগত হইলাম—যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে, অথচ তাহারা উহা মৌখিক পাঠ করিবে। তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ বলিলেন, তাহারা আহমদের উম্মত। (হজরত) মুছা (আঃ) বলিলেন, আমি তওরাতে এরূপ এক উম্মতের অবস্থা জ্ঞাত হইলাম জেহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য যাহাদের পক্ষে হালাল হইবে, তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ বলিলেন, তাহারা আহমদের উম্মত। (হজরত) মুছা বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তওরাত কেতাবে এরূপ এক উম্মতের অবস্থা অবগত হইলাম—যাহারা কোন সৎকার্য্য করার ইচ্ছা করিয়া না করিলেও একটি নেকী প্রাপ্ত হইবে, আর একটি সৎকার্য্য করিলে, দশটি নেকী প্রাপ্ত হইবে, কোন অসৎকার্য্য করার ইচ্ছা করিয়া না করিলে, তাহাদের আমলনামায় গোনাহ লিখিত হয় না, এবং কোন অসৎ কার্য্য করিলে, তাহাদের আমলনামায় কেবল একটি গোনাহ লিখিত

হয়, তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ্ বলিলেন, তাহারা আহমদের উম্মত। (হজরত) মুছা বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তওরাতে এরূপ এক উম্মতের অবস্থা অবগত হইয়াছি যাহারা প্রাচীন ও পরবর্ত্তী লোকদিগের এলম (বিদ্যা) অর্জ্জন করিবে এবং সমস্ত কেতাবের উপর ইমান অনিবে, ভ্রান্তদলের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবে, অবশেষে কানা দাৰ্জ্জালের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ্ বলিলেন, তাহারা আহমদের উম্মত। (হজরত) মুছা বলিলেন, খোদা, তওরাতে এরূপ একদল উম্মতের অবস্থা অবগত হইলাম যাহারা উচ্চস্থানে অরোহণ করিয়া তকবির পড়িবে, নিম্নস্থানে অবতরণ করিয়া আলহামদো-লিল্লাহ্ পড়িবে, জমিন তাহাদের জন্য মসজিদ হইবে, মৃত্তিকা তাহাদের জন্য পাককারী হইবে, তাহারা পানির অভাবে মৃত্তিকা দ্বারা পাক হইতে পারিবে, তাহাদের ওজুর অঙ্গগুলি (কেয়ামতের দিবস) জ্যোতির্ময় (নুরানী) হইবে, তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ্ বলিলেন, তাহারা আহমদের উম্মত। তখন (হজরত) মুছা বলিলেন, হে খোদা আমাকে আহমদের উম্মতভুক্ত কর। আল্লাহ্ বলিলেন হে মুছা "আমি লোকদিগের মধ্যে তোমাকে আমার রেছালাত (পয়গম্বরী) ও কালাম (বাক্য) দ্বারা মনোনীত করিয়াছি, আমি তোমাকে যাহা প্রদান করিয়াছি, তুমি তাহাই গ্রহণ কর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। হজরত মুছা বলিলেন, আমি (ইহাতেই) সন্তুষ্ট হইলাম।"

২৪। খাছায়েছোল কোবরা;—

আবুনইম উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালা (হজরত) মুছা (আঃ) এর নিকট এই অহি প্রেরণ করিলেন, যে ব্যক্তি আহমদের প্রতি এনকার করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, আমি তাহাকে দোযখে দাখিল করিব। (হজরত) মুছা (আঃ) বলিলেন, আহমদ কে? আল্লাহ্ বলিলেন আমার নিকট গৌরবান্বিত তাঁহার তুল্য কাহাকেও আমি সৃষ্টি করি নাই আসমান ও জমিন সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি আর্শের উপর আমার নামের সহিত তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যতক্ষণ তিনি ও তাঁহার উম্মতগণ বেহেশতে প্রবেশ না করেন ততক্ষণ সমস্ত লোকের পক্ষে বেহেশতে দাখিল হওয়া হারাম। তিনি বলিলেন তাঁহার উম্মত কাহারা হইবেন? আল্লাহ্ বলিলেন

তাঁহারা প্রত্যেক উচ্চ ও নিম্নস্থলে প্রত্যেক অবস্থায় আমার সুখ্যাতি করিবে, তাহারা কটিদেশে বন্ধন করিবে, হস্তপদ ও মুখমণ্ডল পাক করিবে, দিবসে রোজা করিবে, রাত্রিতে এবাদাত করিবে, তাহাদের অল্প নেকী আমি কবুল করিব এবং লা ইলাহা ইল্লালাহ পাঠের জন্য তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিল করিব। (হজরত) মুছা (আঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে তাহাদের নবি কর। আল্লাহ্ বলিলেন, তাহাদের নবি তাহাদের শ্রেণীর মধ্য হইতে হইবেন। (হজরত) মুছা বলিলেন, আমাকে উক্ত নবীর উম্মত ভূক্ত কর। আল্লাহ্ বলিলেন, তিনি পরবর্ত্তী জামানায় আগমন করিবেন, আর তুমি তাঁহার পূর্ব্বে আগমন করিয়াছ, আমি তোমাকে ও তাহাকে দারোল জালালে' (রুহানী) জগতে একত্রিত করিব।"

২৫। খাছায়েছোল কোবরা, ১/৪৪ পৃষ্ঠা;—

"বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, অহাব বেনে মোনাব্বাহ বলিয়ছেন আল্লাহতায়ালা জবুর কেতাবে (হজরত) দাউদ (আঃ) এর উপর এই অহি নাজিল করিয়াছিলেন যে, হে দাউদ তোমার পরে একজন নবী আসিবেন যাহার নাম আহমদ মোহাম্মদ হইবে, তিনি অতি সত্যবাদী নবী হইবেন, আমি কখনও তাঁহার উপর কোপান্বিত হইব না এবং তিনিও কখনও আমার আদেশ লঙঘন করিবেন না, আমি তাঁহাকে প্রথম ও শেষ সকল অবস্থায় গোনাহ হইতে রক্ষা করিব। তাঁহার উম্মত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে, আমি তাহাদের উপর নবিগনের ন্যায় ফরজ, নফল, এবাদত, ওজু, গোছল, হজ্জ ও জেহাদের হুকুম করিব, তাহারা যখন কেয়ামতে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন নবিগণের ন্যায় নূর (জ্যোতিঃ) প্রাপ্ত হইবে। হে দাউদ, আমি মোহাম্মদ ও তাঁহার উম্মতকে সমস্ত উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি, তাহাদিগকে এরূপ ছয়টি বিষয় প্রদান করিয়াছি, যে সমুদয় অন্যান্য উম্মতকে প্রদান করি নাই এবং ভ্রমবশতঃ কোন কার্য্য করিলে, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিব না।"

২৬। জারকানী, ১/৪৪ পৃষ্ঠা;—

"হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন আল্লাহতায়ালা (হজরত) ইছা (আঃ) এর উপর এইরূপ অহি নাজিল

করিলেন যে, হে ইছা, তুমি মোহাম্মদের উপর ইমান আন এবং তুমি তোমার উম্মতকে তাঁহার উপর ইমান আনিতে আদেশ প্রদান কর। যদি মোহাম্মদ না হইতেন, তবে আমি আদম, বেহেশত ও দোজখকে সৃষ্টি করিতাম না। আমি আর্শকে পানির উপর সৃষ্টী করিয়াছিলাম, ইহাতে আর্শ কম্পিত হইতে লাগিল, তখন আমি উহার উপর লাএলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ লিপিবদ্ধ করাইলাম অমনি আর্শ স্থির হইয়া গেল।"

২৭। প্রচলিত তওরাত দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ অঃ, ১৮/১৯ পদ

১৮। আমি উহাদের কারন উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ্য একভাববাদীকে উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব, তাহাতে আমি তাঁহাকে যে যে আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে কহিবেন। ১৯। আমার নামে তিনি যে যে বাক্য কহিবেন, তাহাতে যে জন অবধান না করিবে তাহার কাছে আমি শোধ লইব।"

উপরোক্ত পদদ্বয়ে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা বনিইস্রাইলের ভ্রাতৃগণ হইতে অর্থাৎ ইছমাইল বংশধরগণ হইতে হজরত মুছার তুল্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করিবেন, খোদার কালাম তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিবে, তাঁহার বিরুদ্ধাচারণকারী শাস্তিগ্রস্থ হইবে। ইহা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২৮। দ্বিতীয় বিবরণ, ১৩ অঃ, ২/৩ পদ;—

"সদা প্রভু সীনয় হইতে আইলেন ও সেয়ী হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন, তিনি পারন পর্ব্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন ও অযুত অযুত পুণ্যবানের সভা হইতে আইলেন, ও তাঁহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে ব্যবস্থারপ অগ্নি উৎপন্ন হইল।

সীনয় হজরত মুছার নবুয়ত প্রাপ্তির স্থান, সেয়ীর হজরত ইছার নবুয়ত প্রাপ্তির স্থান ও পারন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির স্থান—যাহাকে হেরা পর্ব্বত নামে অভিহিত করা হয়। ইহাতে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর নবুয়তের ভবিষ্যবাণী করা হইয়াছে।

২৯। গীত পুস্তক (প্রচলিত জবুর) ৪৫ অঃ, ২-৫ পদ—

২। "তুমি মনুষ্য সন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর, তোমার ওষ্ঠাধারে অনুগ্রহের প্রবাহ থাকে, এই নিমিত্ত ঈশ্বর অনন্তকালের জন্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৩। হে মহাবীর, আপন খড়গ আপন উরুতে বন্ধন কর, আপন প্রভা ও আদরণীয়তা (গ্রহণ কর)। ৪। হ্যাঁ, তোমার আদরণীয়তাতে ভাগ্যবান হও, সত্যের ও ধর্ম্মযুক্ত নম্রতার পক্ষে রথারোহণ কর, তাহাতে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে ভয়ানক কার্য্য দেখাইবে। ৫। তোমার বাণী তীক্ষ্ম, জাতিরা তোমার নীচে পতিত হইবে, রাজার শত্রুগণের হৃদয় বিদ্ধ হইবে।"

উক্ত পদগুলি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর জন্য কথিত হইয়াছে।

৩০। গীত পুস্তক, ৯৭ অধ্যায়—৭ পদ—

১। "সদাপ্রভূ রাজত্ব গ্রহন করিলেন, পৃথিবী উল্লসিত হউক দ্বীপসমুহ আনন্দ করুক। ২। মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকে, ধর্ম্ম ও ন্যায় বিচার তাঁহার সিংহাসনের মূল। ৩। অগ্নি তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করে ও চারিদিকে তাঁহার বিপক্ষগণকে দগ্ধ করে। ৪। তাঁহার বিদ্যুৎ সকল জগৎকে দীপ্তিময় করিল, পৃথিবী তাহা দেখিয়া কাম্পান্বিত হইল। ৫। সদা প্রভুর সাক্ষাতে সমস্ত পৃথিবী প্রভুর সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ মেঘের ন্যায় গলিত হইল। ৬। স্বর্গ তাঁহার ধর্ম্মগুণ প্রচার করিল ও যাবতীয় জাতি তাঁহার প্রতাপ দেখিতে পাইল। ৭। যে সকল লোক খোদিত প্রতিমার পূজা করে ও প্রতিচ্ছায়ার শ্লাঘা করে, তাহারা লজ্জিত হউক, হে ঈশ্বরীয় দূতসকল, তোমরা তাহার কাছে প্রণিপাত কর।"

উক্ত পদগুলিতে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

৩১। গীত পুস্তক, ১১০ অঃ, ১ —৭ পদ—

১। সদাপ্রভূ আমার প্রভূকে কহিলেন, অমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস। ২। সদাপ্রভূ সিয়োন হইতে তোমার পরাক্রমের দণ্ড প্রেরণ করিবেন, তুমি আপন শত্রুদের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিও। ৩। তোমার বিক্রমের দিনে তোমার প্রজাগন স্বয়ং দণ্ড উপাহার স্বরূপ ও পবিত্র শোভাযুক্ত হইবে, তোমার

যুবসমূহই অরুণরূপ গর্ভ হইতে তোমার নিমিত্তে উৎপন্ন শিশির। ৪। সদাপ্রভু এই সপথ করিলেন ও তাহা অন্যথা করিবেন না, তুমি মল্কী যেদক্বের রীত্যানুসারে অনন্তকালীন যাজক। ৫। তোমার দক্ষিণে স্থিত প্রভু আপন ক্রোধের দিনে রাজগণকে চুর্ণ করিবেন। ৬। তিনি পরজাতিদের মধ্যে বিচার করিয়া শবেতে দেশ পূর্ণ করিবেন, তিনি প্রশস্ত রণস্থলে (শত্রুদের) মস্তক চুর্ণ করিবেন।

উক্ত পদগুলি হজরত নবি (ছাঃ) এর জন্য কথিত হইয়াছে।

৩২। য়িশায়াহ্ পুস্তক, ৪২ অঃ, ১—৭ পদ—

১। "ঐ দেখ, আমার দাস, আমি তাঁহাকে ধারণ করি, তিনি আমার মনোনীত লোক ও আমার আন্তরিক অনুরাগের পাত্র, আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থায়ী করিলাম, তিনি পরজাতিয়দের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রচলিত করিবেন। ২। তিনি কলহ কিম্বা উচ্চ শব্দ করিবেন না এবং সড়কে আপন রব শুনাইবেন না। ৩। তিনি থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না ও সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না, কিন্তু সত্যের অনুরূপ ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন। ৪। তিনি যাবৎ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন না করিবেন, তাবৎ নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ হইবেন না।

৬। আমি সদা প্রভুর ধর্ম্মেতে তোমাকে আহবান করিয়াছি সুতরাং তোমার হস্ত ধরিব ও তোমাকে রক্ষা করিব এবং তোমাকে প্রজাগণের নিয়মস্বরূপ ও পরজাতীয়দের দিপ্ত স্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিব। ৭। তুমি অন্ধদিগকে চক্ষু দিবা এবং বন্ধন হইতে বন্দিদিগকে ও কারাগার হইতে অন্ধকারবাসিদিগকে বাহির করিয়া আনিবা।" ইহা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর জন্য কথিত হইয়াছে।

৩৩। দানিয়েল পুস্তক, ২/৪৪ পদ—

"আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা অনন্ত কালেও বিনষ্ট হইবে না এবং সেই রাজ্য অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না, তাহা ঐ সকল রাজ্যকে চুর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি অনন্তকাল স্থায়ী হইবে। ইহাও হজরতের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।"

৩৪। হবক্ কূক পুস্তক, ৩/৩-৫ পদ—

ঈশ্বর তেমন হইতে, হ্যাঁ পবিত্রতম পারণ পর্ব্বত হইতে আগমন করিতেছেন। গগণ মণ্ডল তাঁহার প্রভাতে ব্যপ্ত ও পৃথিবী তাঁহার প্রশংসাতে পরিপূর্ণা। ৪। এবং দীপ্তির তুল্য তেজ বিরাজে ও তাঁহার করদ্বয় অংশুময়, ঐ স্থান তাঁহার পরাক্রমের অন্তরাল। ৫। তাহার অগ্রে অগ্রে মহামারী চলে ও তাঁহার পদ চিহ্ন দিয়া ব্যাধির জ্বালা গমন করে।" ইহাও হজরতের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।

৩৫। প্রচলিত ইঞ্জিল যোহন, ১/২৫ পদ—

"আপনি যদি খ্রীষ্ট নন, এবং এলিয় নন এবং ঐ ভাববাদী নন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন?"

এস্থলে ঐ ভাববাদী বলিয়া হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৩৬। লুক, ১৩/৩৫ পদ—

"আর আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যিনি প্রভূর নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য, এমন কথা যে পর্য্যন্ত না বলিবা, সে পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে পাইবা না।"

৩৭। যোহন, ১৪/১৬/২৬/৩০ পদ —

১৬। আর আমি পিতার নিকটে মিনতী করিব, তাহাতে যিনি অনন্তকাল তোমাদের সহিত থাকিবেন, এমন আর এক শান্তিকর্ত্তাকে পিতা তোমাদিগকে দিবেন। ২৬। কিন্তু ঐ শান্তিকর্ত্তা, অর্থাৎ আমার নামে পিতা যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিবেন, তিনি যাবতীয় বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইবেন।

৩০। তোমাদের সহিত আমার আর বিস্তর আলাপ হইবে না, কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, তথাপি আমাতে তাঁহার কিছুই নাই।"

আরও ১৫/২৬ পদ —

২৬। কিন্তু আমি পিতার নিকট হইতে সেই শান্তিকর্ত্তাকে অর্থাৎ পিতার নিকট হইতে নির্গমনকারী সত্য স্বরূপ আত্মাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিব, তিনি যখন আসিবেন, তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।

আরও যোহন, ১৬/৭-১৫ পদ —

৭। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার হয়, যেহেতু আমি না গেলে সেই শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকট আসিবেন না, কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। ৮। আর তিনি আসিয়া পাপের ও ধার্ম্মিকতার ও বিচারের বিষয়ে জগৎকে দোষের প্রমান দিবেন। ৯। তিনি পাপের বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন যে, তাহারা আমাকে বিশ্বাস করে না। ১০। এবং ধার্ম্মিকতার বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন যে, আমি আমার পিতার নিকট যাইতেছি ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। ১১। এবং বিচারের বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন যে, এই জগতের অধিপতির বিচার করা হইয়াছে। ১২। তোমাদিগকে কহিতে আরও অনেক অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন তাহা সহিতে পার না। ১৩। পরন্তু তিনি সত্য স্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি পথ প্রদর্শক হইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্য দেখাইবেন, ফলতঃ আপন হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন, তাহাই কহিবেন এবং ভাবি ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। ১৪। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার তাহা পাইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।"

উপরোক্ত পদগুলি দ্বারা হজরত ইছা (আঃ) শেষ নবি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

হজরতের বংশের শ্রেষ্ঠতম ও নির্দ্দোষ হওয়ার বিবরণ

১। মেশকাত, ৫১১ পৃষ্ঠা —

بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِىْ آدَمَ ٠ قَرْنًا نَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ
مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْ كُنْتُ مِنْهُ☆

সহিহ্ বোখারিতে আছে —

"হজরত বলিয়াছেন আমি পুরুষ পরম্পরায় আদম সন্তানগণের উৎকৃষ্ট শ্রেণী হইতে এই বনি হাশেম বংশে উৎপন্ন হইয়াছি।

২। উক্ত পৃষ্ঠা —

اِنَّ اللّٰـهَ اصْطَفٰي مِنْ وَلَدِ اِبْرَاهِيْمَ اِسْمٰيْلَ وَ اصْتَفٰي مِـنْ وَلَدِ اِسْمٰعِيْلَ بَنِىْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ بَنِىْ كِنَا نَةَ وَ اصْـطَـفٰي مِنْ قُرَيْشٍ بَنِىْ هَاشِمٍ وَ اصْطَفَانِىْ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ ☆

সহিহ তেরমেজিতে আছে —

"নিশ্চয় আল্লাহ এবরাহিমের বংশধরগণের মধ্যে এছমাইলকে মনোনীত করিয়াছেন, এছমাইলের বংশধরগণের মধ্যে বনি কেনানাকে কেনানার বংশধরগণের মধ্যে কোরাএশকে কোরাএশ হইতে বনি-হাশেমকে ও বনি-হাশেম হইতে আমাকে মনোনীত করিয়াছেন।

৩। শেফায়-কাজি-এয়াজ, ১/৪৮ পৃষ্ঠা —

তাবারি বর্ণনা করিয়াছেন —

"হজরত বলিয়াছেন আল্লাহতায়ালা সৃষ্টীর মধ্যে আদম সন্তানগণকে মনোনীত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আরবকে, আরবের মধ্যে কোরাএশকে, কোরাএশের মধ্যে বনি-হাশেমকে এবং তাঁহাদের মধ্যে আমাকে মনোনীত করিয়াছেন। আমি সর্বদা শ্রেষ্ঠতম ঔরষ পরম্পরায় উৎপন্ন হইয়াছি। যে ব্যক্তি আরবকে ভালবাসে, সে ব্যক্তি আমার ভালবাসার জন্য তাহাদিগকে ভালবাসিল, আর যে ব্যক্তি আরবদের সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিল, সে ব্যক্তি আমার সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করার জন্য তাহাদিগের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করিল।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ; —

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِیَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَتْ رُوْحُهٗ نُوْرًا بَيْنَ يَدَیِ اللّٰهِ تَعَالٰی قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِاَلْفَيْ عَامٍ يُسَبِّحُ ذٰلِكَ النُّوْرُ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيْحِهٖ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ اُلْقِیَ ذٰلِكَ النُّوْرُ فِیْ صُلْبِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاَهْبَطَنِيَ اللّٰهُ اِلَی الْاَرْضِ فِیْ صُلْبِ آدَمَ وَ جَعَلَنِیْ فِیْ صُلْبِ نُوْحٍ وَقَذَفَ بِیْ فِیْ صُلْبِ اِبْرَاهِيْمَ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلِ اللّٰهُ تَعَالٰی يَنْقُلُنِیْ مِنَ الْاَصْلَابِ الْكَرِيْمَةِ وَ الْاَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتّٰي اَخْرَجَنِيْ مِنْ اَبَوَيَّ ☆

"(হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (হজরত) আদম (আঃ) এর সৃষ্টির দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নুর আল্লাহতায়ালার দরবারে তছবিহ্ পড়িতে থাকে, ফেরেশতাগণ তাঁহার সহিত তছবিহ্ পড়িতে থকেন। যখন আল্লাহ (হজরত) আদম (আঃ) কে সৃষ্টী করেন, তখন উক্ত নূর তাঁহার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করা হয়। হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আমাকে জমিনে (হজরত) আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশে নাজিল করেন, তৎপরে তিনি আমাকে (হজরত) নুহ (আঃ) এর ঔরষে এবং (হজরত) এবরাহিম (আঃ) এর ঔরষে স্থাপন করেন, তৎপরে আল্লাহতায়ালা সর্ব্বদা গৌরবান্বিত ঔরষ ও পাক গর্ভ সকল হইতে আমাকে স্থানান্তরিত করিতে করিতে আমার পিতা-মাতা হইতে আমাকে উপন্ন করিয়াছেন।"

৫। মেরকাত (মেশকাতের টীকা) ও জরকানি, ১/৪২ পৃষ্ঠা ঃ—

"এবনো-জওজি, 'কেতাবোল-অফা'তে লিখিয়াছেন কাব আবরার বলিয়াছেন, যে সময় আল্লাহতায়ালা (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) কে বিশিষ্ট আকৃতিধারী করার ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি (হজরত) জিবরাইল (আঃ) কে হজরতের গোর-শরীফের স্থান হইতে এক মুষ্টী শ্বেত মৃত্তিকা আনয়ন করিতে হুকুম করিলেন, তিনি তাহাই করিলেন, তৎপরে উহা তছনিমের পানি দ্বারা খামির করিয়া বেহেশতের নদীতে ধৌত করা হইল ইহাতে উহা মহা জোতির্ম্ময় শ্বেত মুক্তা হইয়া গেল, তৎপরে ফেরেশতাগণ উহা আর্শ, কুরছি, আসমান, জমিন, পর্ব্বত ও সমুদ্র সকল স্থানে ভ্রমণ করাইলেন, সুতরাং (হজরত) আদম (আঃ) কে আদম হইতে হাওয়া বিবির ললাটে স্থানান্তরিত হয়। হজরত হাওয়া বিবি প্রত্যেকবার যমজ (জোড়া) সন্তান প্রসব করিতেন, কিন্তু (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) এর কারামতের (মহাত্মের) জন্য একবার কেবল শিশুকে প্রসব করেন, এইরূপ পাক ঔষধ ও গর্ভ পরম্পরায় তিনি হজরত আব্দুল্লার ঔরষে হজরত আমেনা বিবির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

হজরতের নূর মোবারকের কতক কারামত

১। জরকানি, ১/৮৪/৮৬ পৃষ্ঠা —

"যে সময় আবরাহা বাদশাহ সৈন্য সামন্ত ও বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সহ কা'বা গৃহ ধ্বংস করা মানসে মক্কা শরিফ আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময় হজরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব কতিপয় কোরাএশ সহ ছবির নামক পর্ব্বতের উপর আরোহণ করেন, এমতাবস্তায় হজরতের নুর আবদুল-মোত্তালেবের ললাটে নবচন্দ্রের ন্যায় গোলাকার ভাবে দীপ্তিমান হইতে লাগিল, এমন কি উহার কিরণ কা'বা-গৃহের উপর পতিত হইল। আবদুল মোত্তালেব এই অবস্থা দেখিয়া কোরাএশদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা চল, যখন এই নুর আমার ললাটে এইভাবে দীপ্তিমান হইল, তখন আমরাই জয়যুক্ত হইব। আবরাহার সৈন্যদল আবদুল-মোত্তালেবের কতকগুলি উষ্ট্র ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, এজন্য তিনি উক্ত উষ্ট্রগুলি উদ্ধার করা মানসে তাহার নিকট গিয়াছিলেন, আব্দুল-মোত্তালেবের ললাটে হজরতের নুর দীপ্তিমান ছিল, উহা

দেখিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া আবরাহা তাঁহার মহা সম্মান করিল, সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে নিজের আসনে স্থান দিল। আবরাহা বলিল আপনি কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি নিজের উষ্ট্রগুলি লইতে আসিয়াছি। বাদশাহ তৎক্ষনাৎ তৎসমুদয় ফেরৎ দেওয়ার আদেশ প্রদান করিয়া বলিল, আপনার সম্মান ও গৌরব এত অধিক পরিমান আমার অন্তরে স্থান পাইয়াছে যে, যদি আপনি আমাকে কা'বাগৃহ রক্ষার অনুরোধ করিতেন, তবে আমি উহা ধ্বংস করিতে বিরত হইতাম' তিনি বলিলেন, উহা খোদার গৃহ, কাজেই তিনি উহা রক্ষা করিবেন, আমার কিছু বলিবার আবশ্যক নাই পরিনামে তাহাই হইল, আবরাহা সৈন্য-সামন্ত ও হস্তিদল সহ পক্ষীদলের নিক্ষিপ্ত কঙ্করাঘাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। মূল কথা, হজরতের নূরের মহত্বের কারণে বাদশাহ ত্রাসিত কম্পিত হইল।

২। জরকানি, ১/৮৫ পৃষ্ঠা—

"আবরাহা বাদশাহ হান্নাতা নামক একটি লোককে কোরাএশদিগকে পরাজিত করার জন্য প্রেরণ করিল সে ব্যক্তি মক্কাশরিফে প্রবেশ করিয়া আবদুল-মোতালেবের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাক্-রুদ্ধ হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ভূতলশায়ী হইল এবং জবাহ করা গরুর ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। চৈতন্য লাভ করিয়া আবদুল-মোত্তালেবের নিকট শিরোনত করিল এবং সাক্ষ্য প্রদান করিল যে, নিশ্চয় তুমি কোরাএশদিগের অগ্রণী।"

৩। জরকানি, ১/৮৬ পৃষ্ঠা —

"যে সময় আবদুল-মোত্তালেব আবরাহা বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইলেন সেই সময় বৃহৎ হস্তীটি তাহার চেহারার দিকে দৃষ্টীপাত করিয়া জমির উপর মস্তক রাখিল এবং হস্তী বাকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল, হে আবদুল মোত্তালেব, তোমার পৃষ্ঠে যে নূর রহিয়াছে তাহাকে ছালাম জানাইতেছি আবরাহা আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া গনক ও জাদুগরদিগকে আহবান করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা বলিল তাহার চেহারাতে যে নূর রহিয়াছে তাহার নিমিত্ত হস্তী শিরোনত করিয়াছে।"

৪। মাওয়াহেবে-লাদুন্নির টিকা জরকানি, ১/৮১/৮২ পৃষ্ঠা —
হাফেজ নায়ছাপুরী, কা'বোল-আহবারতে উল্লেখ করিয়াছেন, হজরতের নূর মোবারক আবদুল-মোত্তালেবের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়, তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এক দিবস কা'বাগৃহের হাতিমের মধ্যে নিদ্রিত হইলেন তিনি জাগরিত হইয়া নিজের চক্ষে সুরমা মস্তকে তৈল ও গাত্রে সুন্দর পরিচ্ছদ দেখিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন এবং কে এইরূপ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার চাচা মোত্তালেব তাঁহার হস্ত ধরিয়া কোরাএশদিগের গণকগণের নিকট লইয়া গিয়া তাহাদিগকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন, তৎশ্রবণে তাহারা বলিল, আল্লাহতায়ালা এই নবযুবককে বিবাহ্ করিতে আদেশ করিতেছেন, ইহাতে তিনি প্রথমে কায়লা নাম্নী স্ত্রী-লোকের সহিত তাহার বিবাহ্ করাইয়া দেন, সেই স্ত্রী-লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ফতেমা নাম্নী স্ত্রীলোকের সহিত তাহার বিবাহ্ দেন, ইহার গর্ভে (হজরত) আবদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন।"

৫। জরকানি, ১/৮২ পৃষ্ঠা —

"আবদুল মোত্তালেবের শরীর হইতে মৃগনাভি সৌরভ বাহির হইত, তাহার মুখমণ্ডলে (চেহারাতে) রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) এর নূর দীপ্তিমান হইল, যখন কোরাএশদিগের মধ্যে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত, তখন তাহারা আবদুল মোত্তালেবের হস্ত ধরিয়া ছবির নামক পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া তাহার ললাটস্থিত নূরের অছিলায় পানির জন্য প্রার্থনা করিতেন, আল্লাহতায়ালা সেই নূরের বরকতে অীধক পরিমান বারি বর্ষণ করিতেন।"

৬। জরকানি ১/৯২-৯৭ পৃষ্ঠা রেয়াজছ ছালেহিন—

"হজরত এবরাহিম (আঃ) আল্লাহতায়ালার আদেশক্রমে (হজরত) হাজেরা ও এছমাইল (আঃ) কে জনশূন্য পানি খাদ্য বিহীন মক্কা প্রান্তরে ত্যাগ করিয়া গেলেন, কেবল এক মশক পানি ও সামান্য পরিমান খেজুর দিয়া গিয়াছিলেন। পানি শেষ হইয়া গেল, (হজরত) ইছমাইল (আঃ) পিপাসায় অস্থির হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার মাতা হজরত হাজেরা (আঃ) পানি অনুর্সন্ধানে গিয়া পানি পাইলেন না, এই জন্য তিনি ছাফা পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহতায়ালার নিকট (হজরত) এছমাইল (আঃ) এর পানির জন্য দোয় করিলেন, তৎপরে তিনি মারওয়া পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া

ঐরূপ করিলেন। এইরূপ সাতবার এক এক পর্ব্বতের উপর আরোহন করিয়া পানির অনুসন্ধান ও দোয়া করিলেন। এমতাবস্তায় আল্লাহতায়ালা (হজরত) কে প্রেরণ করিলেন, তিনি জমিনে পদাঘাত করিলেন, ইহাতে পানি প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাঁহার মাতা হিংস্র জন্তুর শব্দ শ্রবণ করতঃ পুত্রের প্রাণের আশঙ্কা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, (হজরত) এছমাইল (আঃ) হস্তের দ্বারা পানি তুলিয়া পান করিতেছেন। তিনি ব্যস্ততার সহিত প্রস্তর রাশি দ্বারা উক্ত প্রবাহিত পানির চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দিলেন, ইহাতে উক্ত কূপের ন্যায় হইয়া গেল। ইহাকেই জমজম কূপ বলা হয়।

হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি (হজরত) হাজেরা (আঃ) উহা বেষ্টন না করিতেন, তবে প্রবাহিত নদী হইয়া যাইত। জোরহোম বংশীয় লোকেরা মক্কা শরিফে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে একদল লোক কর্ত্তৃক মক্কাশরিফ হইতে ইমন দেশের দিকে বিতাড়িত করেন, উক্ত সম্প্রদায়ের আমর বেনে হারেছ মক্কাশরিফ ত্যাগ করা কালে উক্ত জমজম কূপের মধ্যে দুইটি স্বর্ণের হরিন, কতকগুলি তরবারি, জেরা ও রোকনের প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া উহা বন্ধ (ভরাট) করিয়া দিল। তাহাদের দেশত্যাগী হওয়ার পরে ৫০০ শত বৎসর উহার স্থান অজ্ঞাত অবস্থায় থাকিল। আল্লাহতায়ালা স্বপ্নযোগে আবদুল মোত্তালেবকে উহার স্থান অবগত করাইয়া দিলেন, একজন লোক (ফেরেস্তা) তাহাকে চারি রাত্রে উহা খনন করিতে আদেশ করেন, শেষ রাত্রে উহার এইরূপ চিহ্ন প্রকাশ করিলেন যে, যে স্থানে পিপীলিকার আবাস ও কাক পক্ষীকে চঞ্চু দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে দেখিবে সেই স্থলেই উক্ত কূপের স্থান স্থির করিয়া লইবে। প্রভাতে তিনি 'এছাফ' ও 'নাএলা'এই প্রতিমা দ্বয়ের মধ্যস্থলে কোরাএশদিগের কোরবানীস্থলে উক্ত লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। তিনি কোদালি দ্বারা উক্ত স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। কোরাএশেরা বলিতে লাগিলেন, আমাদের 'এছাফ' ও 'নাএলা' প্রতিমাদ্বয়ের নিকটে কোরবানী স্থলে তোমাকে কূপ খনন করিতে সুযোগ দিব না। তখন তিনি তাঁহার পুত্র হারেছকে বলিলেন, আমি যতক্ষণ কূপ খনন না করি ততক্ষণ তুমি কোরাএশদিগকে আমার নিকট আসিতে দিও না, খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যাহা করিতে আদেশ

প্রাপ্ত হইয়াছি নিশ্চই তাহা করিব। আবদুল মোত্তালেব সেই বিপদ সঙ্কুল সময়ে পুত্র হারেছ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সহায়তাকারী না পাইয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার দশটি সহায়তাকারী পুত্র হয়, তবে তিনি একটি পুত্রকে কোরবানী করিবেন। কোরাএশগণ তাহার কূপ খননের দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া তাহাকে বাধা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিলেন। তিনি সামান্য পরিমাণ খনন করিলে, (হজরত) এছমাইলের কূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন তিনি আল্লাহতায়ালার নাম উচ্চারণ করিলেন এবং স্বপ্নটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। উহা অধিক পরিমাণ খনন করিলে, জোরহোম সম্প্রদায়ের প্রোথিত সুবর্ণের হরিণদ্বয় তরবারী ও জেরাগুলি প্রাপ্ত হইলেন। তখন কোরাএশগণ বলিতে লাগিলেন, আমরাও এই বস্তুগুলির অংশীদার হইব। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, না, তোমরা এই বস্তুগুলির শরিক হইতে পার না, কিন্তু আমরা গুটিকা পাতের দ্বারা এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া লইব। তাঁহারা ইহাতেই রাজি হইয়া গেলেন, অবশেষে গুটিকাপাতের দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, সুবর্ণের হরিণদ্বয় কা'বাগৃহের এবং তরবারী ও জেরাগুলি আবদুল মোত্তালেবের প্রাপ্য হইল। তিনি কা'বার দ্বারে সুবর্ণের হরিণদ্বয় স্থাপন করিলেন। অবশেষে তিনি কূপটি সম্পূর্ণরূপে খনন করিলেন সেই সময় কোরাএশগণ উহার অংশীদার হওয়ার দাবী করিতে লাগিলেন আব্দুল মোত্তালেব ইহা অস্বীকার করিয়া বলিতে লাগিলেন আল্লাহতায়ালা আমাকেই এই বিশিষ্ট দান স্থান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, যদি আপনি এবিষয়ে সুবিচার না করেন, তবে আমরা ইহার সম্বন্ধে বিরোধ করিতে পশ্চাদপদ হইব না।

আবদুল মোত্তালেব মধ্যস্থ দ্বারা এই বিরোধ মীমাংসা করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহারা শাম দেশের একটি ভাগ্য গণনাকারীণী স্ত্রীলোককে শালিস বলিয়া স্থির করিলেন। আবদুল মোত্তালেব ও কোরাএশদিগের প্রত্যেক দলের কতকগুলি লোক এই বিরোদ মীমাংসার জন্য উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিয়া শামদেশ অভিমুখে রওনা হইলেন, হেজাজ ও শামের মধ্যবর্ত্তী ময়দানে আবদুল মোত্তালেব ও তাঁহার সহচরগণ পিপাসায় অধীর হইয়া মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিয়া অন্যান্য কোরাএশদিগের নিকট পানি চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরিনামে

নিজেদের পিপাসায় মৃত্যুর আশঙ্কায় পানি দিতে অস্বীকার করিলেন। আবদুল মোত্তালেব নিজের সহচরদিগকে পরিনাম মৃত্যুর জন্য গোর সমূহ খনন করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন একজন মরিয়া গেলে, তাহার সহচর যেন তাহাকে দফন করে। তাহারা গোরসমুহ খনন করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি বলিলেন, নিজেদের ইচ্ছায় এইরূপ মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়া কাপুরষতা ভিন্ন আর কি হইবে? এখন নিশ্চয় আমরা পথ অতিক্রম করিতে থাকিব, অচিরে আল্লাহ্ কোন শহরে আমাদিগকে পানি দান করিবেন। তৎপরে তিনি উটের উপর আরোহণ করিলেন, উট ধাবিত হইল, উহার পদতলের নিম্নস্থান হইতে ওকটি মিষ্ট পানির ঝরণা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ও তাঁহার সহচরগণ আল্লাহো-আকবর বলিলেন, তৎপরে তাঁহারা উট হইতে অবতরণ করিয়াই পানি পান করিলেন এবং মশকগুলি পূর্ণ করিয়া লইলেন, অবশেষে কোরাএশদিগের অন্যান্য দলকে ডাকিলেন, তাহারা পানি পান করিয়া বলিলেন, খোদার কছম, হে আব্দুল মোত্তালেব, আল্লাহতায়ালা আমাদের বিরুদ্ধে তোমার স্বপক্ষে বিচার নিস্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, যে খোদাতায়ালা তোমাকে এই তৃণ পানিশূন্য ময়দানে ঝরণা প্রবাহিত করিয়া তোমাকে পানি দান করিয়াছেন, সেই খোদাতায়ালা তোমাকে জমজমের পানি দান করিয়াছেন, আর আমরা কখনও তোমার সহিত জমজম সম্বন্ধে বিরোধ করিব না। এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তাহারা সকলেই উক্ত ভাগ্য গণনাকারিণী স্ত্রীলোকের নিকট গমন না করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং জমজমকে তাঁহার অধিকারে ছাড়িয়াদিলেন। জুহরি ইতিহাসে লিখিয়ছেন, আবদুল মোত্তালেব উহার উপর একটি হাওজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদ্বারা লোকদিগকে পানি পান করান হইত, শত্রুরা বিদ্বেষবশতঃ রাত্রিযোগে হাওজটি নষ্ট করিয়া দিত, ইহাতে তিনি দুঃখিত হইলেন, স্বপ্নযোগে তাহাকে কেহ বলিয়া গেল যে, তুমি বল, "পানকারীর জন্য হালাল ও মোবাহ হইবে, কিন্তু গোছলকারীর জন্য উহা হালাল করিব না।" প্রভাতে জাগরিত হইয়া তিনি তাহাই বলিলেন, তৎপরে যে কেহ উহার ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করিয়াছিল, কোন না কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছিল, কাজেই তাহারা উক্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

সেই সময় হইতে লোকে জমজমের পানি লইতে সমবেত হইত, যেহেতু উহা মছজিদল-হারামের এবং (হজরত) এছমাইল (আঃ) এর কুণ্ডা এবং অন্যান্য কুণ্ডা অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ। আব্দ মান্নাফের বংশধরেরা এই হেতু অন্যান্য কোরাএশ দলের উপর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহারা হাজিদিগকে পানি পান করাইতে থাকেন, আবদুল মোত্তালেবের বহু উষ্ট্র ছিল, তিনি হজ্জের মওছুমে উহাদিগকে তথায় সংগ্রহ করিতেন এবং জমজমের নিকট একটি চর্ম্মের হাওজে উট গুলির দুগ্ধ মধু সহ স্থাপন করিয়া এবং মোনাক্কা ক্রয় করিয়া জমজমের পানির সহিত ভিজাইয়া হাজিদিগকে পান করাইতেন। আবদুল মোত্তালেব মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে হজরত আব্বাছ (রাঃ) এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। আবদুল-মোত্তালেবের দশটি-পুত্র সন্তান জন্মে, (১) হারেছ, (২) জাবির কিম্বা জোবাএর, (৩) হাজ্‌ল (৪) জেরার, (৫) মোকাও-ওয়াম, (৬) আবুলাহাব, (৭) আব্বাছ, (৮) হামজা, (৯) আবুতালেব, (১০) আবদুল্লাহ। এবনোছা'দ বলিয়াছেন, জমজমের কূপ খননের ৩০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার পুত্রগণের সংখ্যা দশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। একদিবস তিনি কা'বা গৃহের নিকট নিদ্রিত ছিলেন, এমতাবস্তায় তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন যেন একজন লোক বলিতেছেন, হে আবদুল মোত্তালেব, তুমি এই গৃহের মালিকের নিকট যে মানসা করিয়াছিলে, তাহা পূর্ণ কর। তিনি ইহা দর্শনে ভীত কম্পিত অবস্থায় জাগরিত হইলেন, এবং একটি মেষ জবহ্ করিয়া দরিদ্রদিগকে ভক্ষণ করাইলেন। তৎপরে দিবসে তিনি নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নযোগে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, তুমি মেষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবকে কোরবাণী কর। তিনি জাগরিত হইয়া একটি গো-কোরবাণী করিলেন। তৎপর দিবস নিদ্রিত হইয়া তিনি আদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, তুমি গো-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবকে কোরাণী কর। তিনি জাগরিত হইয়া একটি উষ্ট্র কোরবাণী করিয়া দরিদ্রদিগকে ভক্ষন করাইলেন। তৎপর দিবস তিনি নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, তুমি উট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তুকে কোরবাণী কর। তিনি বলিলেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু কি? অমনি উত্তর হইল যে, তুমি তোমার একটি পুত্র কোরবাণী করার মানসা করিয়াছিলে, তাহাই কোরবাণী কর। তিনি ইহা শ্রবণে মহা দুঃখিত অবস্থায় জাগরিত হইয়া সমস্ত পুত্রকে একত্রিত করিলেন

এবং তাহাদিগকে নিজের মানসা ও উহা পূর্ণ করার সংবাদ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে, আপনি আমাদের মধ্যে যাহাকে কোর,বাণী করিতে চাহেন, আমরা তাহা মান্য করিয়া লইব। তিনি বলিলেন, কাহাকে কোরবাণী করিতে হইবে, তাহা গুটীকা পাতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে, সকলেই তাহাই স্বীকার করিলেন, গুটীকা তাঁহার প্রিয়তম পুত্র আবদুল্লাহর নামে উঠিল। তখন আবদুল মোত্তালেব ছুরি সহ আবদুল্লাহর হস্ত ধরিয়া কোরবাণী স্থলে লইয়া গেলেন। কোরাএশদিগের নেতারা এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যতক্ষণ আপনি খোদাতায়ালার নিকট আপত্তি না দর্শাইবেন, ততক্ষন তাঁহাকে কোরবাণী করিতে দিব না, যদি চতুষ্পদ কোরবাণী করাতে কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যায়, তবে তাহাই করিতে হইবে। যদি আপনি এইরূপ কার্য্য করেন তবে চিরকাল পুত্র কোরবাণী করার নিয়ম প্রচলিত থাকিবে, আপনি অমুক ভাগ্যগণনাকারিণী স্ত্রীলোকের নিকট গিয়া ব্যবস্থা জানিয়া আসুন। তাহারা উক্ত স্ত্রীলোকের নিকট উপস্থিত হইল, সে এই ব্যবস্থা প্রদান করিল, দশটি উটের নাম এবং আবদুল্লাহর নাম লিখিয়া গুটিকাপাত করা হউক, যদি পুত্রের নামে গুটিকা উঠে, তবে কুড়িটি উটের নাম লিখিয়া গুটিকাপাত করা হউক, এইরূপ প্রত্যেক বারে দশ দশটি উট বৃদ্ধি করিতে করিতে যখন খোদা তোমাদের উপর রাজি হইয়া আবদুল্লাহকে নিষ্কৃতি দেন, তখন উটের নামে গুটিকা উঠিবে। সেই সময় তোমরা উটগুলি কোরবাণী করিবে। কোরাএশগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন, অবশেষে একশত উটের উপর গুটিকা উঠিল। তখন একশত উট কোরবাণী করিয়া মনুষ্য, পক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্য ত্যাগ করা হইল।

৭। জরকানি, ১/৯০/৯১ পৃষ্ঠা ও দালাএলোন্নবুয়ত ১/২৬ পৃষ্ঠা ঃ—

"আবদুল মোত্তালেব একদিবস কা'বা গৃহের হাতিমে নিদ্রিত ছিলেন, হঠাৎ তিনি একটি স্বপ্ন দর্শন করিয়া ভীত ও মহা বিব্রত হইয়া কোরাএশদিগের ভাগ্য গণনাকারিণী স্ত্রীলোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাত্রিতে আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, যেন একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, উহার শিরোদেশ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে এবং উহার শাখাগুলি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে

পৌঁছিয়াছে, উক্ত বৃক্ষ হইতে সূর্য্য অপেক্ষা ৭০ গুণ উজ্জ্বল একটি নূর (জ্যোতিঃ) বাহির হইয়াছে, আমি আরব ও আজমের লোকদিগকে উহার নিকট শির নত করিতে দেখিলাম, প্রত্যেকক্ষণে উহা অধিক হইতে অধিকতর উচ্চ, বৃহৎ ও জ্যোতির্ম্ময় হইতে লাগিল, কখন উক্ত বৃক্ষ প্রকাশিত, কখন অপ্রকাশিত হইয়াছিল। আমি একদল কোরাএশকে দেখিলাম যে, উহার শাখাগুলি ধরিয়া রহিয়াছে, অন্যদল কোরাএশকে দেখিলাম যে, উহা কর্ত্তন করার সঙ্কল্প করিতেছে। যখন এই দল উক্ত বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল, তখন একজন অপূর্ব্ব রূপবান সৌরভময় যুবক তাহাদিগকে ধৃত করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠদেশের অস্থি চূর্ণ করিয়া দিল এবং তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া দিল। আমি হস্ত লম্বা করিয়া উহা ধরিতে ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু উহা ধরিতে পারিলাম না। যুবক বলিল, ইহা তোমার ভাগ্যে ঘটীবে না। আমি বলিলাম, কাহার ভাগ্যে ঘটীবে? । যুবক বলিল যাহারা তোমার পূর্ব্বে উহা ধরিয়াছে তাহাদেরই ইহা ভাগ্য-নিহিত। আমি ইহা দর্শনে ভীত স্তম্ভিত অবস্থায় জাগরীত হইয়াছি।"

আবদুল মোত্তালেব বলেন, আমি ভাগ্য গণনাকারিণী স্ত্রীলোকটীর মুখ মণ্ডল বিবর্ণ হইতে দেখিলাম, তৎপরে সে বলিল, যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে তোমার বংশোদ্ভব এরূপ একজন লোক দুনইয়াতে আগমন করিবেন যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের লোকেরা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে।

৮। জরকানি, ১/১০৩ পৃষ্ঠা ঃ—

এবনো-ছা'দ, এবনোল বরকি, তেবরানি ও হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল মোত্তালেব শীতকালে ইয়মেনের দিকে যাত্রা করিয়া একজন জবুর তত্ত্ববিদ য়িহুদী বিদ্বানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন হে আবদুল মোত্তালেব আমি তোমার কোন অঙ্গ পরিদর্শন করিতে অনুমতি চাইতেছি, তিনি বলিলেন, যদি গুপ্তাঙ্গ না হয়, তবে এই পরিদর্শনে আমার কোন আপত্তি নাই। তখন উক্ত বিদ্বান তাঁহার দুইটি নাসিকারন্ধ্র পরিদর্শন করিয়া বলিলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, তোমার একহস্তে বাদশাহি এবং অন্য হস্তে নবুয়ত রহিয়াছে।

হজরত আমেনা বিবির সহিত হজরত আবদুল্লাহর বিবাহ

জরকানি, ১০১/১০৩ পৃষ্ঠা —

"উট কোরবানী শেষ হওয়ার পরে আবদুল্লাহ তাঁহার পিতা আবদুল মোত্তালেবের সহিত বনু-আছাদ বংশোদ্ভবা কোতায়লা অথবা অরাকা বেনে নওফেলের ভগ্নী রফিকার নিকট উপস্থিত হইলেন, উক্ত স্ত্রীলোকটি আবদুল্লাহর মুখমণ্ডলে হজরতের নূর দেখিয়া ও তাঁহার ঔরষে শেষ নবীর আবির্ভাব বুঝিয়া বলিয়াছিল, যদি তুমি আমার সহিত সহবাস কর, তবে তোমাকে একশত উট প্রদান করিব। তদুত্তরে আবদুল্লাহ বলিয়াছিলেন, আমি হারাম কার্য্যে লিপ্ত হওয়া মরণ তুল্য জ্ঞান করি। আর বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হইয়া হালাল ভাবে কার্য্য করা আমার পিতার অনুমতি ব্যতীত হইতে পারে না, কাজেই তুমি যে হীন কার্য্যের প্রস্তাব করিতেছ, তাহার সমর্থন করা আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে?

দালাএলোন্নবুয়ত, ১/৩৯ পৃষ্ঠা —

"আবদুল মোত্তালেব তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহকে বিবাহ দেওয়া উদ্দেশ্যে সঙ্গে লইয়া ফাতেমা নাম্নী একজন প্রাচীন কেতাব তত্ত্ববিদ য়িহুদী স্ত্রীলোকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটী আবদুল্লাহর মুখমণ্ডলে (চেহারাতে) নবুয়তের নূর দেখিয়া বলিয়া ছিল যে, হে যুবক, যদি তুমি আমার সহিত সহবাস কর, তবে তোমাকে একশত উট প্রদান করিব, তৎশ্রবণে তিনি উপরোক্ত প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন, তৎপরে আবদুল মোত্তালেব, আবদুল্লাহকে সঙ্গে লইয়া আব্দ মান্নাফের পুত্র অহাবের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইনি সেই সময় বংশ ও পদ-মর্য্যাদায় বনি-জোহরার সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। পরে নিজের কন্যা আমেনা বিবির সহিত তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিলেন।

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর পয়দাএশের বিবরণ

১। জারকানি, ১ম ভাগ ও হাশিয়ায়-একলিল, ৪র্থ ভাগ। খতিব বাগদাদী রেওয়াএত করিয়াছেন;—

لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي بَطْنِ اٰمِنَةَ لَيْلَةَ

اَوَّلَ رَجَبَ وَكَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ تِلْكَ

اللَّيْلَةِ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجِنَانِ اَنْ يَّفْتَحَ الْفِرْدَوْسَ وَ نَادٰي مُنَادٍ فِىْ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ اَلَا اِنَّ النُّوْرَ الْمَخْزُوْنَ الْمَكْنُوْنَ الَّذِىْ يَكُوْنُ مِنْهُ النَّبِىُّ الْهَادِىْ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَسْتَقِرُّ فِىْ بَطْنِ اٰمِنَةَ الَّذِىْ يَتِمُّ فِيْهِ خَلْقُهٗ وَيَخْرُجُ اِلَى النَّاسِ بَشِيْرًا وَ نَذِيْرًا ☆

"যে সময় আল্লাহ্ রজবের প্রথম তারিখে জুমার রাত্রে মোহাম্মদ (ছাঃ) এর পয়দা করার ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি উক্ত রাত্রে বেহেশতের কোষাধ্যক্ষ (রক্ষক) রেজওয়ানকে ফেরদাওছের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং একজন ঘোষণাকারী আছমান সমূহে ও জমিনে ঘোষণা করিলেন যে, সাবধান! নিশ্চয় সেই রক্ষিত গুপ্ত নূর—যদ্বারা পথ-প্রদর্শক নবী হইবেন, অদ্য রাত্রিতেই আমেনার গর্ভে স্থান লাভ করিবেন, তথায় তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদিত হইবে এবং তিনিই (পরিণামে) লোকদিগের সুসংবাদ দাতা ও ভয়-প্রদর্শক হইয়া বহির্গত হইবেন"।

২। আরও বিদ্বান প্রবর কা'বের রেওয়াএতে আছে,—

وَ اَصْبَحَتْ يَوْمَئِذٍ اَصْنَامُ الدُّنْيَا مَنْكُوْسَةً وَ كَانَتْ قُرَيْشُ فِىْ جَدْبٍ شَدِيْدٍ وَضِيْقٍ عَظِيْمٍ فَاَخْضَرَّتِ الْاَرْضُ وَ حَمَلَتِ الْاَشْجَارَ وَ اَتَاهُمُ الرِّفْدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَسُمِّيَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِىْ حُمِلَ فِيْهَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ سَنَةَ الْفَتْحِ وَ الْاِبْتِهَاجِ ☆

"সেই দিবস দুনইয়ার প্রতিমাগুলি অধোমুখ হইয়াছিল। কোরাএশগণ কঠিন দুর্ভিক্ষ ও মহা অভাব অনটনে কষ্টভোগ করিতেছিলেন, (হজরতের মাতা গর্ভবতী হইবার পর) জমি তৃণ-লতা পূর্ণ হইল, বৃক্ষাদি ফল ফুলে পরিশোভিত হইল এবং প্রত্যেক দিক্ হইতে খাদ্য তাঁহাদের নিকট আসিতে লাগিল। এই হেতু যে বৎসর হজরত (ছাঃ) মাতৃগর্ভে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বৎসরকে জয় ও আনন্দের বৎসর নামে অভিহিত করা হইয়াছিল।"

وَ لِلْوَاقِدِيِّ لَمَّا حُمِلَتْ بِهٖ اُمُّهٗ اٰمِنَةُ كَانَتْ تَقُوْلُ مَا شَعُرْتُ اِنِّىْ حُمِلَتْ بِهٖ وَ لَا وَجَدْتُ ثِقْلًا كَمَا تَجِدُ النِّسَاءُ وَرُبَّمَا كَانَتْ تَقُوْلُ وَ اَتَانِىْ اٰتٍ وَاَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَ الْيَقْظَانِ فَقَالَ هَلْ شَعَرْتِ اِنَّكِ حَمِلْتِ فَكَاَنِّىْ اَقُوْلُ مَا اَدْرِيْ فَقَالَ اِنَّكِ حَمِلْتِ بِسَيِّدِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَ نَبِيِّهَا وَ سَمِّيْهِ مُحَمَّدًا وَ اِذَا دَنَتْ وِ لَادَتِيْ اَتَانِىْ فَقَالَ لِىْ قُوْلِىْ اُعِيْذُهٗ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ ☆

"ওয়াকেদীর রেওয়াএতে আছে,—যে সময় হজরতের মাতা আমেনা বিবি তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়ছিলেন, তিনি বলিতেন আমি যে তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিতাম না এবং স্ত্রীলোকের

যেরূপ গুরুভার অনুভব করিয়া থাকে, আমি সেরূপ কিছু অনুভব করিতাম না। অনেক সময় তিনি বলিতেন, "আমি নিদ্রিত ও জাগরিত এতদুভয়ের মধ্যে ছিলাম, এমতাবস্থায় একজন লোক (ফেরেশতা) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, তুমি যে গর্ভবতী হইয়াছ, ইহা অবগত হইয়াছ কি? তিনি যেন বলেন, আমি ইহা অবগত নহি। সেই স্বপ্নে আগমনকারী ব্যক্তি বলিলেন, তুমি নিশ্চয় এই উম্মতের অগ্রণী ও নবীকে গর্ভে ধারণ করিয়াছ, তাঁহার নাম মোহাম্মদ রাখিও।" আর আমার প্রসব করার সময় নিকট হইলে সেই ব্যক্তি বলিলেন, তুমি বলিও, "আমি অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট প্রত্যেক হিংসুকের অপকারিতা হইতে উক্ত পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রার্থনা করিতেছি।"

৪। ওয়াকেদী বর্ণনা করিয়াছেন, "আবদুল মোত্তালেব বাণিজ্যের জন্য শামদেশে গাজ্জা নামক স্থানে ব্যবসায়িগণের সঙ্গে অবদুল্লাহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি পীড়িত অবস্থায় তাহাদের সহিত মদিনা শরিফে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার মামু বনি আদি সম্প্রদায়ের নিকট একমাস পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। দারোন্নাবেয়া কিম্বা আবওয়া নামক স্থানে তাঁহাকে দফন করা হয়। হজরত সেই সময় দুই মাস মাতৃ-গর্ভে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার পিতা এন্তেকাল করেন। আর একদল বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে, হজরতের পয়দা হওয়ার দুইমাস কিম্বা সাত মাস অথবা ২৮ মাস পরে তিনি এন্তেকাল করেন। প্রথম মতটি সমধিক প্রসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত; এবনো কছির, ওয়াকেদী এবনে-ছা'দ, বালাজুরি ও জাহাবি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ্ কত বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়ছে। ওয়াকেদি ২৫ বৎসরকে সমধিক প্রামাণ্য বলিয়াছেন, আবু আহমদ হাকেম ৩০ বৎসর স্থির করিয়াছেন, কেহ ২৮ বৎসর বলিয়াছেন। হাফেজ আলায়ি ও হাফেজ এবনো হাজার বলেন, সত্য মত এই যে, তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর ছিল। এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি ইহা মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

৫। একলিল, ৪/৩০৯ ও জরকানি, ১/১১৬ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ لَمَّا حَضَرْتُ وِلَادَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِيْنَ وُضِعَ قَدِ امْتَلَا نُوْرًا وَرَأَيْتُ النُّجُوْمَ تَدْنُوْ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ ☆

বয়হকি, তেবরানি, আবুনইম ও এবনো-অবেদুল-বার্র রেওয়া-এত করিয়াছেন, ফাতেমা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি হজরতের পয়দা হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহার পয়দা হওয়া মাত্র গৃহটি নূরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তারকাগুলিকে দেখিয়াছিলাম যে, যেন আমাদের নিকট আসিতেছে, এমন কি আমাদের ধারণা হইতে লাগিল যে, তৎসমস্ত অচিরে আমার উপর পতিত হইবে।

৬। খাছায়েছ, ১/৪৬ ও জরকানি ১/১১৬ পৃষ্ঠা ঃ—

(হজরতের মাতা) আমেনা বলিয়াছেন, আমি যে রাত্রে উক্ত মোহাম্মদকে প্রসব করিয়াছিলাম, সেই রাত্রে আমি একটি নূর দেখিয়াছিলাম — যদ্বারা শামদেশের অট্টালিকাগুলি অলোকিত হইয়া গেল — এমন কি তৎসমস্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।"

হাফেজ এবনো-হাজার বলিয়াছেন, এবনো-হাব্বান ও হাকেম উক্ত হাদিছটি ছহিহ বলিয়াছেন।

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি বলিয়াছেন, আমেনা বিবি চৈতন্য অবস্থায় চর্ম্ম চক্ষে উহা দেখিয়াছিলেন। তিনি খাছায়েছে-কোবরার ১/৪৬/৪৭ পৃষ্ঠায় কতকগুলি হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন- যদ্বারা বুঝা যায় যে, আমেনা বিবি বা অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা চৈতন্যাবস্থায় উক্ত নূর দেখিয়াছিলেন। জরকানির ১/১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, যে হাদিছে আমেনা বিবির নূর দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে উহাতে তাঁহার চর্ম্ম চক্ষে দর্শন করা সপ্রমাণ হয়,

মোগলাতাই ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। আর এবনো-হাব্বান যে উহা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বল মত।

লেখক বলেন, আমেনা বিবি সন্তান প্রসব করার সময় উহা দেখিয়াছিলেন। প্রসবকালে স্বপ্ন দেখা একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার কাজেই হজরতের জীবন চরীত আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে যে কেহ উহা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়ছেন, তিনি ভ্রান্তি-মূলক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

হাফেজ আবদুর রহমান বলিয়াছেন, হজরতের পয়দাএশের সময় নূর প্রকাশ হওয়ার মর্ম্ম এই যে, তিনি পরিনামে এইরূপ জ্যোতিষ্মান শরিয়ত প্রাপ্ত হইবেন যে, তদ্বারা জমিবাসীরা সৎপথ প্রাপ্ত হইবেন এবং শেরক ও কাফেরীর অন্ধকার দূরীভুত হইবে, এই হেতু কোর-আন-মজিদে তাঁহাকে নূর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

শামদেশ পর্য্যন্ত উক্ত নূরের বিস্তৃত হওয়ার মর্ম্ম এই যে, হজরতের নবুয়তের নূর মক্কা হইতে বহির্গত হইয়া শামদেশ পর্য্যন্ত পৌছিবে,তাঁহার রাজত্ব শামদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে, যেরূপ প্রাচীন কেতাবগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই হেতু মে'রাজের রাত্রে তিনি শামদেশের বায়তুল-মোকাদ্দেছ নীত হইয়াছিলেন।

হজরত এবরাহিম (আঃ) তথায় হেজরত করিয়া গিয়াছিলেন, হজরত ইছা (আঃ) তথায় আছমান হইতে নাজেল হইবেন, উক্ত স্থানই হাশরের স্থান হইবে।

আহমদ, আবুদাউদ, এবনো-হাব্বান ও হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, তোমরা শামদেশে অবস্থিতি কর, কেননা জমিনের মধ্যে উহা আল্লাবতায়ালার মনোনীত স্থান এবং আল্লাহ্ তথায় তাঁহার মনোনীত লোকদিগকে একত্রিত করিবেন।

৭। হজরত পাক পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাঁহার শরীরে কোন প্রকার নাপাক বস্তু বা ময়লা ছিল না। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া দুই হস্তের উর্পর ভর দিয়া জানুর উপর বসিয়াছিলেন এবং আছমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক মুষ্টী মৃত্তিকা হস্তে লইয়া ছেজদা করিয়াছিলেন। এবনো-ছা'দ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। —একলিল ৪/৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, মনে রাখিবেন, সাধারণ মিলাদ পাঠকারীগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন যে হজরত ভুমিষ্ঠ হইয়া ছেজদা করিয়া 'রব্বে হবলি উম্মতি' (হে আমার প্রতিপালক, আমার উম্মতকে মাফ কর) বলিয়া দোয়া করিয়াছিলেন, ইহা বাতীল কথা, হাদিছে ইহার কোন প্রমাণ নাই।

৮। এমাম ছাখাবী বলিয়াছেন, ''আমেনা (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) কে প্রসব করিয়া তাঁহার দাদার (আবদুল-মোত্তালেবের) নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, অদ্য রাত্রে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, আপনি আগমন করিয়া তাহাকে দর্শন করুন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, সমুদয় ঘটনা প্রকাশ করিলেন, ইহাতে তিনি তাঁহাকে হস্তে ধারন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জন্য দোয়া করিতে এবং খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।''

৯। জরকানি, ১/১৩৮ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ اٰمِنَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُ لَيْلَةً وَ ضَعْتُهٗ نُوْرًا اَضَائَتْ لَهٗ قُصُوْرُ الشَّامِ حَتّٰى رَاَيْتُهَا ☆ اَعْتَقَهَا حِيْنَ بَشَّرَتْهٗ بِوِلَادَتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قَدْ رُوٰى اَبُوْ لَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهٖ فِي النَّوْمِ فَقِيْلَ لَهٗ مَا حَالُكَ قَالَ فِىْ النَّارِ اِلَّا اَنَّهٗ خُفِّفَ عَنِّىْ كُلَّ لَيْلَةِ اَثْنَيْنِ وَ اَمَصُّ مِنْ بَيْنِ اِصْبَعَىَّ هَاتَيْنِ مَاءً وَ اَشَارَ بِرَاْسِ اِصْبَعِهٖ وَ اَنَّ ذٰلِكَ بِاعْتَاقِىْ لِثُوَيْبَةَ حِيْنَ بَشَّرَتْنِي بِوِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِاِرْضَاعِهَا لَهٗ ☆

"যে সময় ছোওয়ায়বা (নাম্নী দাসী) হজরত (ছাঃ) এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ উক্ত আবুলাহাবের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, সেই সময় সে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

আবুলাহাবের মৃত্যুর পরে কেহ (হজরত আব্বাছ) তাহাকে স্বপ্নযোগে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোমার অবস্থা কিরূপ? আবুলাহাব বলিয়াছিল যে, (আমি) দোজখে আছি, কিন্তু প্রত্যেক সোমবারের রাত্রে আমার শাস্তি কম করা হয় এবং আমি আমার দুই অঙ্গুলীর মধ্যে হইতে পানি চুষিতে থাকি এবং সে নিজের অঙ্গুলীর অগ্রভাগের দিকে ঈসারা করিল, যে সময় ছোওয়ায়বা নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের সুসংবাদ আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সময় আমি যে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, এবং (আমার অনুমতিতে) সে যে তাহাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিল, এই হেতু আমার শাস্তি কম করা হয়।

১০। জরকানি, ১/১৩৯ পৃষ্ঠা —

قَالَ اِبْنُ الْجَزْرِي فَاِذَا كَانَ هٰذَا الْكَافِرُ الَّذِىْ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِذَمِهٖ جُوْزِىَ فِى النَّارِ بِفَرْحِهٖ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٖ فَمَا حَالُ الْمُسْلِمُ الْمُوَحِّدِ مِنْ اُمَّتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهٖ يَبْذُلُ مَا تَصِلُ اِلَيْهِ قُدْرَتُهٗ فِي مُحَبَّتِهٖ ﷺ لَعُمْرِىْ اِنَّمَا يَكُوْنُ جَزَاؤُهٗ مِنَ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ اَنْ يُدْخِلَهٗ بِفَضْلِهِ الْعَمِيْمِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ☆

(এমাম) এবনোল জাজরি বলিয়াছেন, যে কাফেরের দুর্ণামে কোর-আন নাজিল হইয়াছে, যখন সে নবি (ছাঃ) এর পয়দাএদেশের রাত্রে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য সুফল প্রদত্ত হইল, তখন তাঁহার উম্মতের মধ্যে যে একত্ববাদী

মুছলমান তাঁহার মিলাদের (পয়দাএদেশের) জন্য আনন্দদিত হয়, তাঁহার মমতায় যথাসাধ্য দান করে, তাহার অবস্থা কি হইবে? আমি সপথ করিয়া বলিতেছি যে, দাতা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার বিনিময় এই হইবে যে, তিনি সর্ব্বব্যাপী অনুগ্রহের দ্বারা তাহাকে সম্পদের বেহেশতে দাখিল করিবেন।"

হজরতের জীবন চরিত অধুনিক লেখকের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়াছেন, হজরতের জন্ম সংবাদ প্রদানের জন্য আবুলাহাব কর্ত্তৃক ছোওয়ায়বার মুক্ত হওয়ার মত সমীচীন নহে, যেহেতু বিবি খাদিজার সহিত হজরতের বিবাহের পর উক্ত বিবি খদিজা ছোওয়ায়বাকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আবুলাহাবের নিকট হইতে ক্রয়করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আবু লাহাব তাহাতে সম্মত হয় নাই।

আমরা তদুত্তরে বলি, ছহিহ, বোখারীর ২য় খণ্ডে (৭৬৪) লিখিত আছে ঃ-

كَانَ اَبُوْلَهَبٍ اَعْتَقَهَا فَارْضَعَتْ اِلنَّبِيِّ صَلَّعَمَ الخ ☆

"আবুলাহাব, ছোওয়ায়বাবকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তৎপরে ছোওয়ায়বা নবি (ছাঃ) কে দুগ্ধ পান করাইয়াছিল।" ইহাতেই উপরোক্ত মত বাতীল হওয়া সপ্রমাণ হইল। আরও উপরোক্ত মতটি যে দুর্ব্বল, তাহা জরকানির ১/১৩৮ পৃষ্ঠায় ও ছিরাতে-হালাবির ১/৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

১১। উক্ত জরকানি, উক্ত পৃষ্ঠা ----

وَ لَا زَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ وَ يَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمَ وَ يَتَصَدِقُوْنَ فِي لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَ يُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ وَ يَزِيْدُوْنَ فِى الْمَبَرَّاتِ وَ يَعْتَنُوْنَ بِقِرَاةِ مَوْلِدِهٖ الْكَرِيْمِ وَ يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهٖ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ☆

এবনোল-জাজরি বলিয়াছেন —

সর্ব্বদা মুসলমানগণ হজরত (ছাঃ) এর জন্মগ্রহণের মাসে মসজিদ (সভা) করিয়া থাকেন, আনন্দ ভোজনাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন, উক্ত মাসের রাত্রি সমূহে বিবিধ প্রকার ছদকা করিয়া থাকেন, আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, অধিক পরিমাণ সৎকার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহার গৌরাবান্বিত মিলাদের (পয়দাএশের) বৃত্তান্ত পাঠে উদ্যোগ আয়োজন করিয়া থাকেন এবং উহার বরকতে তাহাদের উপর বিবিধ প্রকার কল্যাণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

আরও ১৪০ পৃষ্ঠা ঃ—

قال الحافظ ابن حجر فى جواب سوال و ظهر لى
تخريجه علي اصل ثابت و هوما فى الصحيحين ان
النبي ﷺ قدم المينة فوجد اليهود يصو مون يوم
عاشوراء فسا لهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون و
نجى چولى ا ونحن نصوه شكرا قال فيستقاد منه
فعل الشكر على ما من به فى يوم معين وي بعمة اعظم
من بروز نبى الرحمة و الشكر يحصل بانواع العبادة
كاسجرد و القيام و الصدقة و التلارة و سبنه الى
ذلك الحافظ ابن رجب ☆

"হাফেজ এবনো-হাজার একটি প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, একটি প্রামাণ্য দলিলের দ্বারা মিলাদের ব্যবস্থা আবিস্কার করা আমার পক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা বোখারী ও মোছলেমের বর্ণিত একটি হাদিছ — "নিশ্চয় নবি (ছাঃ) মদিনা শরিফে আগমন করিয়া য়িহুদিদিগকে আশুরার দিবস রোজা করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে (তৎসম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালা ঐ দিবস ফেরওয়াউনকে (লোহিত সাগরে) নিমজ্জীত করিয়া দিয়াছেন এবং (হজরত) মুছা (আঃ) কে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কাজেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য (শোকর করার জন্য) আমরা উক্ত দিবস রোজা করিয়া থাকি।"

এমাম এবনো-হাজার বলিয়াছেন, কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিশিষ্ট অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, কৃতজ্ঞতা-সূচক কার্য্য করার নিয়মউক্ত হাদিছ হইতে বুঝা যাইতেছে। দয়ার নবীর ভূমিষ্ঠ হওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম অনুগ্রহ আর কি হইতে পারে? ছেজদা, রোজা, ছদকা কোর-আন পাঠের ন্যায় বিবিধ প্রকার এবাদাত করাতে শোকর (কৃতজ্ঞতা) আদায় হইয়া যায়। হাফেজ এবনো-রজব ইতিপূর্ব্বে হজরতের জন্মদিবসে মিলাদ পাঠের জন্য উক্ত হাদিছটি দলিল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।"

১৩। লেখক বলেন, মেশকাত শরিফের ১৭৯ পৃষ্ঠায় ছহিহ মোছলেমের নিম্নোক্ত হাদিছটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে ঃ—

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ
فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُّ وَ فِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ ☆

"(হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবারের রোজার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ঐদিবসে আমি ভূমিষ্ঠ (পয়দা) হইয়াছিলাম এবং ঐ দিবসে আমার উপর (কোর-আন) নাজেল করা হইয়াছিল।

পাঠক, যখন হজরত নিজের জন্মদিবসের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রোজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন উক্ত দিবসে মিলাদ পাঠ কোর-আন পাঠ ও দান খয়রাত করা কেন জায়েজ হইবে না?

১৪। জরকানি, ১৩৯/১৪০ পৃষ্ঠা—

و مما جرب من خواصه انه امان فى ذلك العام

و بشرى عاجلة بنيل البغية و المر لم فرحم لله

امرأ انخذ ليالى شهر مولده المبارك اعيادا ليكون

شد علة على من فى قلبه مرض☆

"উক্ত মিলাদের পরীক্ষিত গুণ (খাছিয়েত) এই যে, উক্ত বৎসরে (মিলাদের আয়োজন কারির) বিপদ আপদ হইতে মুক্তি হইবে এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য আশু শুভবার্তা হইবে। যে ব্যক্তি হজরতের জন্ম গ্রহণের মোবারক মাসের রাত্রি সমুহকে এই উদ্দেশ্যে ঈদ করিয়া লয় যে, যাহার অন্তরে পীড়া আছে তাহার ক্রোধের কারণ হয়, আল্লাহতায়ালা তাহার উপর অনুগ্রহ করুন।"

এইরূপ হাফেজ আবুশামা, আল্লামা এবনো-তোগরোল, শেখ এবনো-ফজল, ইউছুফ-হেজাজ, আল্লামা নাছিরুদ্দিন, এমাম জামালদ্দিন, এমাম জহিরদ্দিন, শেখ নাছিরদ্দিন, এমাম হাফেজ-আবু মোহাম্মদ, শেখ ওমার মুছেলী, এমাম আল্লামা-ছদরদ্দিন, এবনো-মাজার টীকাকার ও এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি মিলাদের মাহফিল করা মোস্তাহাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এশবায়োল-কালামের ২৫/২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"তাজউদ্দিন ফাকেহানি মিলাদ পাঠ করাকে দুষিত বেদয়াত বলিয়া দাবি করিয়াছেন, কিন্তু এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি তাহার মতের সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন। এশবায়োল কালাম, ১৭-২২ দ্রষ্টব্য।

২৫। এশবায়োল-কালাম, ২৬ - ২৭ পৃষ্ঠা —

'ইউছফ হেজাজ (হজরত নবি (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তিনি উক্ত ইউছফকে মিলাদ শরিফে খাদ্য সামগ্রী দান করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

মনছুর বাশ্যাদ বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি ইউছুফ হেজাজকে বলিয়া দাও যে, সে ব্যক্তি যেন মিলাদ পাঠ করিতে বিরত না হয়।

শেখ আবু মুছা জয়তুনি বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার নিকট মিলাদ শরিফে খাদ্য সামগ্রী দান করা সম্বন্ধে ফকিহগণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহার আলোচনা করিলাম, তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, আমিও তাহার উপর সন্তুষ্ট হই।

১৬। শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) মোবাশ-শারাতোন-নবিওল করিম' কেতাবের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اخبرنی سیدی الوالد قال کنت اصنع فی ایام

المولد طعاما صلة بالنبی صلی الله علیه و سلم

فلم یفتح لی فی سنة من السنین شئ اصنع به

طعاما فلم احد الا حمصا مقلیا فقسمته بین الناس

فراینه صلی الله علیه و سلم وبین یدیه هذه

الحمص☆

"আমার অগ্রণী পিতা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আমি নবি (ছাঃ) এর মহব্বতের জন্য মিলাদের সময় খাদ্য প্রস্তুত করিতাম, কোন বৎসরে খাদ্য প্রস্তুত করি—এরূপ কোন বস্তুর সুযোগ আমার পক্ষে ঘটিয়াছিল না, ভর্জিত ছোলা ব্যতীত কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম না, কাজেই আমি লোকদিগের মধ্যে উক্ত ছোলা বন্টন করিয়া দিলাম, তৎপরে (হজরত রাছুল (ছাঃ) কে এই অবস্থায় স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহার সম্মুখে এই ছোলাগুলি রহিয়াছে।"

১৭। মওলানা শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেব ফাতাওয়ায়-আজিজিতে লিখিয়াছেন ঃ—

باقی ماند مجلس مولد شریف بس حالش این
است که بتار یخ دواردهم شهر ربیع الاول همین که
مردم موافق معمول سابق فراهم شدند و در خوندن
درود مشغول گشتند و فقیر مے اید اولا بعضی
ازاحادیث فضائل انحضرت صلی الله و علیه و
سلم مذکور میشرد بعد ازان ذکر ولادت با سعادت
و نبذی از حال رضاع و حلیهء شریف و بعضی از
ثار که درین اوان بظهور امد بمعرض بیان مے آید
بستر بر ماحضر ازطعام ایام شیر یبی فاتحه
خواند تقسیم آن بحاضرین مجاس میشود☆

"এখন মৌলুদ শরিফের মজলিশের বিবরণ বাকি থাকিল, উহার অবস্থা এই যে, রবিওল-আউওল মাসের ১২ তারিখে যখন পুরাতন নিয়ম অনুসারে লোকেরা সমবেত হন এবং দরুদ পাঠে সংলিপ্ত হন এবং এই ফকিহ্ উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে হজরত (ছাঃ) এর গুণাবলী সংক্রান্ত কতক হাদিছ উল্লিখিত হয়, তৎপরে মোবারক পয়দাএশের বিবরণ, দুগ্ধপানের কতক অবস্থা, শরীরে আকার প্রকার, উক্ত পয়দাএশের সময়ের প্রকাশিত কতক হাদিছ উল্লেখ করা হয়, তৎপরে খাদ্য কিম্বা মিষ্টান্নের ছওয়াব রেছানি করিয়া সভার উপস্থিত লোকদিগকে বণ্টন করা হয়।"

১৮। মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ্ ছাহেব ফইউজোল হারামাএন কেতাবের ২৬/২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

و كنت قبل ذلك بمكة المعظمه في مولد النبي ﷺ في يوم ولادتهو الناس يصلون على النبي ﷺ يذكرون ارهاصانه التى ظهرت فى ولاته ومشا هده قبل بعئته فر ايت انوارا سطعت دفعة واحدة لا اقول انى ادركتها ببصر الجسد و لااقول ادركتها ببصر الروح فكط الله اعلم كيف كان الامر بين هذا و ذلك نتاملت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملائكة الؤكلين بامثال هذه المشاهد و بامثال هذه المجالس و رايت يخالط انوار الملائكة انوار الرحمة ☆

"আমি ইতিপূর্ব্বে হজরত (ছাঃ) এর পয়দাএশের দিবসে মক্কা শরিফে উপস্থিত ছিলাম, এবং লোকেরা নবি (ছাঃ) এর উপর দরুদ পড়িতেছিলেন, তাঁহার পয়দাএশের সময় যে অলৌকিক ঘটনাগুলি প্রকাশিত

হইয়াছিল ও তাঁহার নবুয়ত প্রাপ্তির পুর্ব্বে যে ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল তৎসমস্তের উল্লেখ করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় আমি কতকগুলি নূর হঠাৎ প্রকাশিত হইতে দেখিলাম আমি বলিতে পারি না যে, উক্ত নূরগুলি চর্ম্ম চক্ষে দেখিয়াছিলাম এবং ইহাও বলিতে পারি না যে, তৎসমুদয় কেবল অন্তর চক্ষুতে দেখিয়াছিলাম, এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃত ব্যপার কি ছিল তাহা আল্লাহ সমধিক অবগত আছেন। তৎপরে আমি উক্ত নূরগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বুঝিলাম যে, যে ফেরেস্তাগণ এই প্রকার ঘটনাবলী ও মজলিশ সমূহের জন্য নিয়োজিত হইয়াছেন, তৎসমুদয় তাহাদের নূর, আরও দেখিতে পাইলাম যে, ফেরেস্তাগণের নূরগুলির সহিত (আল্লাহতায়ালার) রহমতের নূরগুলি মিলিত হইতেছে। মূলকথা মিলাদ শরিফের মজলিশে ফেরেস্তাগণ নাজিল হন এবং আল্লাহতায়ালার রহমতের নূর নাজিল হইতে থাকে।

১৯। জরকানি, ১/১৪০ পৃষ্ঠা ঃ—

''এবনোল হাজ্জ মদখল' কেতাবে বর্ত্তমান জামানার লোকেরা মিলাদ শরিফের মজলিশে যে সমস্ত কার্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহারা উক্ত মিলাদে সঙ্গীত বাদ্য করিয়া থাকে, যাহারা এইরূপ ভাবে মিলাদ পাঠ করে, তাহাদের মিলাদ পাঠ নাজায়েজ হইবে।''

লেখক বলেন, বর্ত্তমান কাওয়ালী (গায়ক) দিগকে আহবান করিয়া রাগরাগিনী সহ সঙ্গীত বনাম কাওয়ালী করা হইয়া থাকে, ইহা একেবারে নাজায়েজ। এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে-আলফে ছানি 'মকতুবাদ শরিফের ৩/১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

''মিষ্ট স্বরে কোর-আন পাঠ ও (হজরতের) প্রশংসাসূচক কবিতা পাঠ করাতে কোন দোষ নাই, কোর-আন শরিফের অক্ষর বিকৃত ও পরিবর্ত্তন করা নিষিদ্ধ। রাগরাগিনীর তালমানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও সুর লম্বা করিয়া কিম্বা হাতে তালি বাজাইয়া মিষ্ট স্বরে কবিতা পাঠ করা নাজায়েজ।

২। মিলাদ শরিফে জাল রেওয়াএত অথবা নিতান্ত জইফ কাহিনী বর্ণনা করা দূষিত কর্ম্ম।

আবু নইম রেওয়াএত করিয়াছেন, যে রাত্রে হজরত মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই রাত্রে কোরাএশদিগের প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তু বাকশক্তি

সম্পন্ন হইয়া বলিয়াছিল যে, অদ্য রাত্রে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দুন্‌ইয়ার অগ্রণী ও দুনইয়াবাসীদিগের প্রদীপ। সেই রাত্রে কোরাএশদের এবং আরবদের অন্যান্য শ্রেণীর ভাগ্য গণনাকারিদেরগণনা—বিদ্যা লোপ প্রাপ্ত হইয়া গেল, দুনইয়ার প্রত্যেক বাদশার সিংহাসন উলঠাইয়া গিয়াছিল, সেই দিবস প্রত্যেক বাদশাহ্ বোবা হইয়াছিল, পূর্ব্ব-দেশের বন্য জন্তুরা পশ্চিম দেশের বন্য জন্তুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিল, সামুদ্রিক জীব জন্তুরা পরস্পর উহা প্রকাশ করিয়াছিল, আছমান ও জমিন হইতে প্রত্যেক মাসে এই শব্দ প্রকাশ হইতে লাগিল যে, তোমরা এই সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, আবুল কাছেমের (হজরত মোহাম্মদের) মোবারক অবস্থায় জমিনে প্রকাশিত হওয়ার সময় সন্নিকট হইতেছে।

আমেনা বিবি বলিয়াছেন, যখন অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় আমার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এবং আমার এই অবস্থা স্বজাতিদের কেহই অবগত ছিল না, সেই সময় ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া আতঙ্কিতা হইলাম, এবং দেখিতে পাইলাম যে, শ্বেতবর্ণের একটি পক্ষী আমার হৃৎপিণ্ডের উপর ডানা মালিস করিয়া দিল, ইহাতে আমার সমস্ত ভয় ও বেদনা দূরীভুত হইয়া গেল। তৎপরে আমি পিপাসাযুক্তা হইয়া দুগ্ধের শরবত দেখিতে পাইলাম, উহা লইয়া পান করিলে, আমার মধ্য হইতে একটি জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। তৎপরে আমি খোর্ম্মা বৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ঠ্য স্ত্রীলোকদিগকে দেখিলাম যেন তাহারা আব্দ-মান্নাফের কন্যাগণের ন্যায় আমার দিকে গাড় দৃষ্টিপাত করিতেছে। আমি আশ্চার্য্যান্বিতা হইতে ছিলাম, এমতাবস্তায় একটি শ্বেত রেশমি বস্ত্র আছমান ও জমির মধ্যে লম্বামান অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, সেই সময় একজন লোক বলিতে লাগিল যে' ইহাকে লোকদিগের সম্মুখ হইতে লইয়া যাও। আরও কতকগুলি লোককে শূন্যমার্গে দণ্ডায়মান অবস্তায় দেখিলাম, তাহাদের হস্তে রৌপ্যের বদনা রহিয়াছে। একদল পক্ষীকে দেখিলাম যে, উহারা আমার গৃহকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, উহাদের চঞ্চু জামার্রোদের এবং ডানা ইয়াকুতের। সেই সময় আল্লাহ্ আমার চক্ষু উম্মিলিত করিয়া দিলেন, আমি তিনটি পতাকা দেখিলাম—একটি পূর্ব্বদেশে, দ্বিতীয়টি পশ্চিম দেশে ও তৃতীয়টি কা'বা গৃহের উপরি

অংশে স্থাপিত হইয়াছে। তৎপরে একটি শ্বেত বর্ণের মেঘ দেখিলাম আসমানের দিক্ হইতে প্রকাশিত হইয়া উক্ত পুত্রকে ঢাকিয়া ফেলিল, এমন কি আমা হইতে লুক্কায়িত হইল, একজন ঘোষনাকারীকে ঘোষনা করিতে শুনিলাম যে, তোমরা মোহাম্মদকে লইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে ভ্রমণ করাও এবং সমুদ্রগুলির মধ্যে দাখিল কর — যেন তৎসমুদয় তাঁহার নাম, লক্ষণ ও আকৃতি অবগত হইতে পারে, পরক্ষণেই উক্ত মেঘ দূরীভূত হইয়া গেল। হঠাৎ তাঁহাকে শ্বেত পশমি বস্ত্রে আবৃত ও তাহার নিম্নদেশে সবুজ রেশমি বস্ত্র দেখিলাম, ইত্যাদি।

এমাম জালালুদ্দিন ছাইউতি 'খাছায়েছে কোবরার' ১/৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এই হাদিছটি নিতান্ত জইফ। এইরূপ কোস্তালানী 'মাওয়াহেব' কেতাবে উহা জইফ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কেয়ামের মস্‌লা

ছিরাতে হালাবী, ১/৯৩ পৃষ্ঠা ঃ—

قد وجد القيام عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم من عالم الامة و مقتدى الائمة دينا و ودعا الامام تقي الدين السبكى و تابعه علي ذلك مشائخ الاسلام فى عصره الخ ☆

এমাম তকিউদ্দিন ছুবকি যিনি দ্বীন ও পরহেজগারিতে এমামগণের নেতা ও উম্মতের আলেম ছিলেন, তিনি হজরত (ছাঃ) এর নাম উল্লেখ করা কালে কেয়াম করিয়াছিলেন, তাঁহার জামানার শায়খোল ইসলামগণ (শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ) উক্ত কেয়ামে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, এমাম ছুবকির নিকট তাঁহার জামানার বহু বিদ্বান সমবেত হইয়াছিলেন এমতাবস্থায়, একজন লোক (হজরত) নবি (ছাঃ) এর প্রশংসা উপলক্ষে (কবি) ছারছারির নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়াছিল ঃ—

قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب

على ورق من خط احسن من كتب

وان تنهض الاشراف عند سماعه

قياما صفوفا او جثيا على الركب

তৎক্ষণাৎ (এমাম) ছুবকি (রহঃ) এবং মজলিশের উপস্থিত যাবতীয় লোক দণ্ডায়মান হইলেন এবং উহাতে উক্ত মজলিশে মহা প্রেমের উচ্ছাস বহিয়া গেল এবং অনুসরণ করার জন্য ইহাই যথেষ্ট।''

২। সৈয়দ আহমদ দেহলান 'ছিরাতে নাবাবীর ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন

جرت العادةان الناس اذا سمعوا ذكر و ضعه ﷺ يقو مون تعجيما له ﷺ و هذا القيام مستحسن لما فيه من تعجيم النبى ﷺ وقد فعل ذ لك كثير من علماء الامة الذين يقتدى بهم ☆

"এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, লোকে যে সময় হজরত (ছাঃ) এর পয়দাএশের বর্ণনা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার সম্মানের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া যান, এই 'কোয়াম' (দণ্ডায়মান হওয়া) মোস্তাহাব, কেননা ইহাতে নবি (ছাঃ) এর সম্মান করা হয়। উম্মতের এরূপ বহু আলেম উক্ত কেয়াম করিয়াছে — যাহাদের অনুসরণ করা হইয়া থাকে।''

৩। আল্লামা বারজাঞ্জি লিখিয়াছেন ঃ—

قد استحسن القيا عند ذكر ولادته الشريفة ائمة ذور واية و رواية و روية ☆

"মোহাদ্দেছ ও ফকিহ্ এমামগণ হজরতের মোবারক পয়দাএশের বর্ণনা কালে 'কেয়াম করা' (দণ্ডায়মান হওয়া) মোস্তাহাব বলিয়াছেন।"

৪। মোশকাত, ৪১০ পৃষ্ঠা —

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِى الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قَائِماً يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَوْ يُنَافِحُ وَ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ان اللّٰه يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ اَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ☆

"হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ ছালাম হাছ্ছানের জন্য মছজিদের মধ্যে একটি মিম্বর স্থাপন করিতেন, তিনি উহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর পদমর্য্যাদা প্রকাশ করিতেন কিম্বা (মোশরেকদিগের) প্রতিবাদ করিতেন এবং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিতেন, নিশ্চয় হাছ্ছান যতক্ষণ (মোশরেকদিগের) প্রতিবাদ করিতে থাকে, কিম্বা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) পদমর্য্যাদা প্রকাশ করিতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা জিব্রাইল (আঃ) এর দ্বারা তাহার সহায়তা করেন।"

এই হাদিছে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হজরতের পদমর্য্যাদা সূচক শ্লোক পাঠ করা কালে দণ্ডায়মান হওয়া (কেয়াম করা) সুন্নত। সুন্নত অল জামায়েতের আলেমগণ এই সুন্নত প্রতিপালন করার জন্য সকলকে হজরতের প্রশংসা সূচক কবিতা পাঠ করিতে ও কেয়াম করিতে বলেন। এস্থলে আমি হাদিছ হইতে প্রমাণিত কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, কেয়াম করা কালে তন্মধ্যে কোন একটি পাঠ করিলে চলিতে পারে।

৫। হজরত হাছ্ছান (রাঃ) নবি (ছাঃ) এর আদেশে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিয়াছিল, ছহিহ মোছলেমের ২য় খণ্ডের ৩০১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

[١] هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَاَجَبْتُ عَنْهُ

وَ عِنْدَ اللّٰهِ فِیْ ذَاكَ الْجَزَاءُ

[٢] هَذَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا

رَسُوْلَ اللّٰهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ

[٣] فَاِنَّ اَبِیْ وَ وَالِدَتِيْ وَ عِرْضِیْ

لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَ قَاءُ

[٤] ثَكِلَتْ بُنَيَّتِيْ اِنْ لَّمْ تَرَوْهَا

تُثِيْرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ

[٥] يُبَارِيْنَ الْاَ عِنَّةَ مَصْعِدَاتٍ

عَلٰي اَكْتَافِهَا الْاَسَلُ الظِّمَاءُ

[٦] تَظِلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ

تَلَطُّهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

[٧] فَاِنْ اَعْرَضْتُمْ عَنَّا اَعْتَمَرْنَا

وَكَانَ الْفَتْحُ وَ اِنْكَشَفَ الْغِطَاءُ

[٨] وَ اِلَّا فَاصْبِرُوْا لِضِرَابِ يَوْمٍ
يُعِزَّ اللّٰهُ فِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

[٩] وَ قَالَ اللّٰهُ قَدْ اَرْسَلْتُ عَبْدًا
يَقُوْلُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهٖ خِفَاءُ

[٠١] وَ قَالَ اللّٰهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا
هُمُ الْاَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

[١١] يُلَاقِىْ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ
سَبَابٌ اَوْ قِتَالٌ اَوْ هِجَاءُ

[٢١] فَمَنْ يَّهْجُوْ رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْكُمْ
وَ يَمْدَحُهٗ وَيَنْصُرُهٗ سَوَاءُ

[٣١] وَ جِبْرَئِيْلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْنَا
وَرُوْحُ لْقُدُسِ لَيْسَ لَهٗ كُفَاءُ

৬। মাওহাহেবে-লাদুন্নিয়া, ১/১৭৫ পৃষ্ঠা ঃ—

"যে সময় হজরত (ছাঃ) তবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মদিনা

শরীফে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় হজরত আব্বাছ (রাঃ) হজরতের সমক্ষে নিম্নোক্ত কবিতাটী পাঠ করিয়াছিলেনঃ—

[١] مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِى الظِّلَالِ وَ فِىْ
مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ

[٢] ثُمَّ هَبَطْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ
اَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقٌ

[٣] بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِيْنَ وَ قَدْ
اَلْجَمَ نَسْرًا وَ اَهْلَهُ الْغَرَقُ

[٤] تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ اِلٰى رَحِمٍ
اِذَا مَضٰى عَالِمٌ بَدَا طَبَقٌ

[٥] وَ رَدْتَ نَارَ الْخَلِيْلِ مُكْتَتِمًا
فِىْ صُلْبِهٖ اَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ

[٦] حَتّٰى احْتَوٰى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ
خِنْدِفٍ عَلْيَاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ

[٧] وَ اَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ
وَ ضَائَتْ بِنُوْرِكَ الْاُفُقُ

[٨] فَنَحْنُ فِىْ ذٰلِكَ الضِّيَاءِ وَ فِي
النُّوْرِ وَ سُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

৭। হজরত (ছাঃ) এর রুহ্ মোবারক প্রত্যেক মিলাদের মহফেলে উপস্থিত হইবে, এরূপ ধারণা করা অমুলক, ইহার কোন প্রমাণ শরিয়তে নাই, কিন্তু স্থল বিশেষে তাঁহার পাক রুহের উপস্থিত অসম্ভ নহে। বোজর্গানে দ্বীন হইতে কোন কোন মজলিসে তাঁহার রুহানী-ছুরতের (আত্মিকরূপের) আগমন করার প্রমান পাওয়া যায়।

মাদারেজুন্নবুয়তের ১৫৯/১৬২ পৃষ্ঠায় বাহোজাতোল-আছরার কেতাব হইতে লিখিত হইয়াছে যে, হজরত পীরানে- পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কোঃ)-র ওয়াজের মজলিসে জনাব রেছালাত- মায়াব নবী (ছাঃ) শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং উক্ত পীরানে - পীর ছাহেব চৈতন্যাবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণে তিনি এই হাদিছটী পেশ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন।

☆ من راني فى المنام فسير اني فى القيظة ☆

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিল, সে ব্যক্তি অচিরে আমাকে জাগরিত অবস্থায় দেখিবে।"

ইহার কয়েক প্রকার অর্থ আছে, এক প্রকার অর্থ এই যে, ওলিউল্লাহগণ কখন কখন চৈতন্যাবস্থায় হজরত (ছাঃ) কে দেখিয়া থাকেন।

তওছিকোরোল-ইমান, বাহজাতোন্নফুছ, রওজোর-রাইয়াহিন ইত্যাদি কেতাবে এবনো-আবিহোমায়রা কর্তৃক উল্লিখিত আছে যে, একদল প্রাচীন ও পরবর্ত্তী বিদ্বান উক্ত হাদিছের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা প্রথমে হজরতকে স্বপ্নযোগে, অবশেষে জাগরিত অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি জটিল বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরিণামে হজরতের সংবাদ অনুযায়ী অবিকল ঘটনাগুলি সংঘটিত হইয়াছিল।

আরও এবনো-আবি-হোমায়রা বলিয়াছেন, যে কেহ এই কথা অস্বীকার করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, সে ব্যক্তি অলি-উল্লাহগণের কারামত স্বীকার করিয়া থাকেকি না? যদি অস্বীকার করে, তবে তাহার নিকট প্রমাণ পেশ করা বৃথা। আর যদি উহা স্বীকার করে, তবে তাহাকেও বলা

উচিত যে, অলিগণ অলৌকিকভাবে উর্দ্ধজগত ও ইহজগতের বিস্তর অপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর বিষয় দর্শন করিয়া থাকেন যে সমস্ত সাধারণ লোকের অগোচর থাকে।

কোস্তালানি বলিয়াছেন, শেখ আবুল আব্বাছ আহমদ এক সময় হজরতের গোর শরিফের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে হজরত উচ্চশব্দে বলিলেন, হে আহমদ! খোদাতায়ালা তোমার সাহার্য্য করুন।

শেখ আবুছ-ছউদ বলিয়াছেন, আমি শেখ আবুল আব্বাছ ও অন্যান্য পীরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম, এমতাবস্থায় আমি তাঁহাদের সমস্ত হইতে বিছিন্ন হইয়া পড়িলাম। সেই সময় হজরত নবি (ছাঃ) ব্যতীত আমার অন্য পীর ছিল না, তিনি প্রত্যেক কার্য্যে পরে আমার সহিত মোছাফাহা করিতেন। শেখ আবুল আব্বাছ বলেন, এক সময় আমি হজরতের গোর শরিফের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, হজরত (ছাঃ) অলিগণের নিমিত্ত বেলায়েতের হুকুম-নামা লিখিতেছেন, আমার ভ্রাতা মোহাম্মদের নামেও একখানা হুকুম-নামা লিখিলেন। আমি বলিলাম, আমার ভ্রাতার নামে উহা লিখিলেন, কিন্তু আমার জন্যে কেন উহা লিখিলেন না? হজরত বলিলেন, তাহার মর্য্যাদা (দরজা) অনেক উচ্চ।

এমাম গাজ্জালী 'আল মোনকেদ' কেতাবে লিখিয়াছেন, অলিগণ চৈতন্যাবস্থায় ফেরেশতাগণকে ও পয়গম্বরদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট জ্যোতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন এবং বহু লাভজনক বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকেন।

ছৈয়দ নুরদ্দিন হজরতের গোর জিয়ারতের সময় গোর শরিফের মধ্য হইতে 'আলায়কাছ্ ছালাম, ইয়া অলাদি' এই শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন।

শেখ শেহাবদ্দিন আওয়ারেফ কেতাবে লিখিয়াছেন, পীরান-পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কোঃ) বলিয়াছেন, যতক্ষণ হজরত নবি (ছাঃ) আমাকে বিবাহ করিতে না বলিয়াছিলেন, ততক্ষণ আমি বিবাহ করি নাই। শেখ আবুল আব্বাছ মারছি বলিয়াছিলেন, যদি আমি এক নিমিষ হজরত নবি (ছাঃ) এর রুহানী ছুরত দেখিতে না পাই, তবে নিজেকে মুছলমান ধারণা করি না।

যাহারা অবিরত মোরাকাবা, প্রেমাধিক্য ও আগ্রহে নিমগ্ন থাকে, তাঁহারা যেরূপ হজরতকে স্বপ্নযোগে দেখিতে থাকেন, সেইরূপ চৈতন্যাবস্তায় চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া থাকেন, শেখ বদরদ্দিন বলেন, ইহা বহু প্রমাণে প্রমানিত হইয়াছে। হাদিছ শরিফে আছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রিতে হজরত মুছা (আঃ)কে কয়েক সহস্র বনি ইস্রাইল সহ হজ্জ করিতে ও ''লাব্বায়কা'' বলিতে দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন।

হজরত নবি (ছাঃ) কবর শরিফে জীবত আছেন, তাঁহার ছুরাতে মেছালি (আত্মিকরূপে) একই সময়ে বহু স্থলে প্রকাশিত হইতে পারেন, সাধারণ লোকে উহা স্বপ্নযোগে এবং পীরগণ চৈতন্যাবস্তায় উহা দেখিতে পান, ইহাতে হজরতের কবর শরিফ হইতে বহির্গত হওয়ার আবশ্যক হয় না।

মাওলানা আশরফ আলি ছাহেবের পীর মাওলানা হাজি এমদাদুল্লাহ ছাহেব ফয়ছলায় হফতে মাছায়েলের ৪/৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'এই মিলাদ শরিফের মজলিশে হজরত নবি (ছাঃ) এর উপস্থিত হওয়ার আকিদাকে কোফর ও শেরক বলা বাড়াবাড়ী ভিন্ন আর কিছুই নহে, কেননা রেওয়াএত ও যুক্তির দিক দিয়া হজরতের উপস্থিতি সম্ভব, বরং কোন কোন স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। সম্ভব ঘটনার প্রতি বিশ্বাস করাতে শেরক কোফর কিরূপে হইবে? আরও প্রত্যেক সম্ভব ঘটনার সংঘটিত হওয়া জরুরী নহে, এইরূপ বিশ্বাস করা দলীলের সাপেক্ষ। যদি কেহ কাস্ফ দ্বারা ইহা বুঝিতে পারে কিম্বা কোন কাস্ফ শক্তি বিশিষ্ট লোক তাহাকে ইহার সংবাদ দেয়, তবে এইরূপ বিশ্বাস করা জায়েজ আছে, নচেৎ ইহা একটি দলীল বিহীন ভ্রান্তিমূলক ধারণা হইবে, এই ধারণা ত্যাগ করা জরুরি, কিন্তু ইহা শেরক কোফর কিছুই হইতে পারে না।''

৭। হজরতের পয়দাএশের বর্ণনা করা কালে কেয়াম করিলে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার ধারনা করা জরুরী নহে, ওজুর অবশিষ্ট পানি পান করার সময়, জমজমের পানি পান করার সময় এবং আজান শ্রবণকালে দণ্ডায়মান হওয়া মোস্তাহাব, ইহাতে উক্ত পানির হাজের নাজের জানা আবশ্যক হইয়া থাকে না, সেইরূপ কেয়ামের অবস্থা বুঝিতে হইবে।

৮। কেহ কেহ বলেন, মাওলানা আবদুল-হাই লাক্ষ্মৌবি ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ার ২/৩৯৯ -৪০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কেয়ামের কোন দলীল নাই, উহা বেদয়াত, ইহা ছিরাতে শামি ও হালাবীতে আছে।

তদুত্তরে আমরা বলি, উক্ত ফাতাওয়ার কেতাব খানা মাওলানা আবদুল হাই ছাহেবের জীবদ্দশায় মুদ্রিত হয় নাই, তাঁহার গৃহে যে সমস্ত ফৎওয়া সংগৃহীত ছিল, উহার কতকে তিনি দস্তখত করেন নাই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎসমুদয়কে একত্রে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন, এই হেতু উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত পরিলক্ষিত হয়, কাজেই উহার সমস্ত অংশ যে তাঁহার অনুমোদিত, একথা বলার কোন উপায় নাই, ইহা তাঁহার খালাত ভাই মাওলানা আবদুল বাকী ছাহেব যিনি ইতি-পূর্ব্বে মদিনা শরিফে হেজরত করিয়া গিয়াছেন, আমাকে ও ফুর-ফুরার আ'লা হজরত পীর ছাহেব কেবলাকে মদিনা শরিফের মছজিদের মধ্যে বলিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় যদি উক্ত ফাতাওয়াটি তাঁহার ফৎওয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে বলি, তিনি উহার ৩/১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —

যদি কেহ নিতান্ত আশক্তি ও মহব্বতের বশবর্ত্তী হইয়া কেয়াম করে, তবে সে ব্যক্তির আপত্তি গ্রহণীয় হইবে এবং মজলিশের আদবের জন্য লোককে তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে, কিন্তু বিনা আশক্তি কেয়াম করা ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত ও মোস্তাহাব কিছুই নহে, কিন্তু মক্কা ও মদিনার আলেমগণ কেয়াম করিয়া থাকেন এবং এমাম বারজাঞ্জি লিখিয়াছেন যে মোহাদ্দেছ ও ফকি-এমামগণ হজরতের পয়দাএশের বর্ণনাকালে কেয়াম করা মোস্তাহাব বলিয়াছেন।"

পাঠক, এমাম গণের এবং মক্কা ও মদিনার আলেমগণের মতের বিরুদ্ধে মাওলানা আবদুল হাই ছাহেবের মত গৃহীত হইতে পারে না।

তৃতীয় তিনি যে, ছিরাতে হালাবী হইতে উক্ত কেয়ামের দলীলহীন বেদয়াত হওয়ার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার ১/৯৩/৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে —

"লোকদের এইরূপ নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহারা হজরতের পয়দাএশের বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার তা'জিমের জন্য কেয়াম করিয়া থাকেন,

এই কেয়াম বেদয়াত, ইহার কোন দলীল নাই, কিন্তু উহা হাছানা (নেক) বেদয়াত, কেননা প্রত্যেক বেদয়াত মন্দ নহে। নিশ্চয় আমাদের ছৈয়দ ওমার (রাঃ) লোকদিগকে তারাবিহ নামাজের জন্য সমবেত হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা উত্তম বেদয়াত। (এমাম) এজ্জদ্দিন বেনে-ছালাম বলিয়াছেন, বেদয়াত পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে এবং তিনি উহার প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। আর নিম্নোক্ত হাদিছগুলি উক্ত মতের বিপরীত নহে, হাদিছগুলি এই—(১) তোমরা নূতন কার্য্যকলাপ হইতে বিরত থাক, কেননা প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহি। (২) যে ব্যক্তি আমার শরিয়তে এরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করে-যাহা উহার অন্তর্গত নহে, তাহা উহার উপর রদ করা হইবে। যদিও এই হাদিছ দুইটি সাধারণভাবে কথিত হইবে, তথাচ উহার খাস এক প্রকার উদ্দেশ্য হইবে। আমাদের এমাম সাফেয়ি বলিয়াছেন, যে নুতন কার্য্যটি কোরআন হাদিছ, এজমা কিম্বা ছাহাবাগণের কার্য্যের খেলাফ হয়, তাহাই গোমরাহি মূলক বেদয়াত, আর যে উত্তম কার্য্য নূতন সৃষ্টি হয় এবং উপরোক্ত বিষয়গুলির খেলাফ না হয়, উহা প্রশংসনীয় বেদয়াত।"

হজরতের নামোল্লেখ করা কালে এই উম্মতের আলেম ও এমামগণের নেতা এমাম তকিউদ্দিন ছুবকি এই কেয়াম করিয়াছিলেন, তাঁহার জামানার শায়খোল-ইসলামগণ এই কার্য্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

হজরতের পয়দাএশের সময় ও তারিখ

জরকানির ১/১৩০ পৃষ্ঠায় ও মাদারেজের ২/২০ পৃষ্ঠায়, ছিরাতে এবনে-হেশামের ১/৮৬ পৃষ্ঠায়, জাদোল মায়াদের ১/১৮ পৃষ্ঠায় এবং তারিখে এবনে-আছাকেরের ২৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, যে বৎসর আবরাহা বাদশাহ হস্তী ও সৈন্যসহ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বৎসরেই হজরত (ছাঃ) ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাই বিশ্বসযোগ্য মত।

তিনি কোন মাসে কোন দিবসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ইহাতেও মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু রবিয়োল-আউয়াল মাসেই তাঁহার ভূমিষ্ট হওয়া অধিকাংশ বিদ্বানের মত, এবনো জওজি ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত মত বলিয়া দাবী করিয়াছেন। আবার রবিয়োল-আউয়াল মাসের ২রা, ৮ই, ১০ই কিম্বা ১২ তারিখে পয়দা হইয়াছিলেন, ইহাতেও মতভেদ হইয়াছে, কোস্তোলানি বলেন, ১২ তারিখ হওয়া

প্রসিদ্ধ মত। এবনো-কছির বলেন, ইহা প্রসিদ্ধ ও অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এবনোল জওজি ও এবনোল জাজ্জার ইহা সর্ব্বাবাদি সম্মত মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবনো হেশাম এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এবনে-আছাকের বলেন, ইহাই অধিকাংশ ইতিহাস-তত্ত্ববিদের মত।

জনাব হজরত নবি (ছাঃ) খৎনা দেওয়া অবস্থায় ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, তিনি খৎনা দেওয়া অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় দল বলেন, তাঁহার দাদা অবদুল মোত্তালেব তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিবসে কোন লোকের দ্বারা তাঁহার খৎনা প্রদান করাইয়াছিলেন। তৃতীয় দল বলেন, যে সময় তিনি বিবি হালিমার নিকট ছিলেন, সেই সময় তাঁহার বক্ষঃ বিদারণ (ছিনাচাক) করিতে হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহার খৎনা দিয়াছিলেন। এমাম জাহাবি তৃতীয় রেওয়াএতটি জইফ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ দ্বিতীয় মতটি সমর্থন করিলেও তেবরানি, আবুনইম, এবনে আছাকের, এবনো-ছাদ, আবুজাফর তাবারী, খতিব, এবনো-আদি ও হেকিম তেরমেজি বহু ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) নাড়ি কাটা ও খৎনা দেওয়া অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, আল্লামা হাফেজে হাদিছ জিয়াউদ্দিন বলিয়াছেন যে, এই হাদিছটি ছহিহ, আল্লামা মোগলাতাই উক্ত হাদিছটি হাছান বলিয়াছেন এবং আবুনইম উহা উৎকৃষ্ট ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এই হাদিছটি জইফ বলিলেও উহা ঠিক নহে। এবনোল জওজি বলিয়াছেন যে, হজরত (ছাঃ) যে খৎনা দেওয়া অবস্থায় পয়দা হইয়াছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোতোবে খায়জরি বলিয়াছেন, এই মত আমার নিকট সনধিক প্রবল এবং অন্যান্য রেওয়াএত অপেক্ষা এই রেওয়াএতটি সমধিক প্রবল।

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি বলিয়াছেন, নিম্নোক্ত কয়েকজন নবি খৎনা দেওয়া অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন—আদম, মোহাম্মদ, শিশ, ইদরিছ, শাম, হুদ, শোয়ায়েব, ছালেহ, ইউছুফ, মুছা, লুত, ছোলায়মান, ইয়াহইয়া, জাকেরিয়া, হাঞ্জলা ও ইছা (আঃ) উপরোক্ত ১৭ জনের মধ্যে শাম নবী ছিলেন কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, জরকানি বলেন ছহিহ মতে তিনি নবি নহেন জরকানি, ১/১২৩/১২৭ পৃষ্ঠা।

বয়হকি ও আবুনইম উল্লেখ করিয়াছেন, হাছছান বেনে ছাবেত বলিয়াছেন, মদিনা শরিফে একজন য়িহুদি ছিল, এক দিবস প্রভাতে চীৎকার করিয়া য়িহুদিগণকে ডাকিতে লাগিল, তাহারা উহার নিকট সমবেত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই ব্যক্তি বলিতে লাগিল, অদ্য রাত্রিতে (শেষ নবী) আহম্মেদের নক্ষত্র উদয় হইয়াছে,—জরকানী, ১/১২০ পৃষ্ঠা।

মূলকথা, উক্ত য়িহুদী তওরাত কেতাব পাঠে অথবা প্রাচীন বিদ্বানগণের মুখে শুনিয়া শেষ নবীর দুনইয়ায় আগমন করার এই লক্ষণ অবগত হইয়াছিল যে, যে রাত্রে অমুক নক্ষত্র উদয় হইবে, সেই রাত্রে আহমদ (ছাঃ) পয়দা হইবেন। ইহাতে জ্যোতিষী বা গণকদিগের কথা বিশ্বাস করিতে হইবে, ইহা বুঝা যায় না বা সপ্রমাণ হয় না। গ্রহ উপগ্রহ কর্তৃক কোন কার্য্যে সৃষ্টী হওয়া একেবারে বাতীল মত।

হাকেম এবনো-ছা'দ, বয়হকি, আবুনইম রেওয়াএত করিয়াছেন, মক্কা শরিফে একজন য়িহুদী বাস করিত, যে রাত্রে হজরত নবি (ছাঃ) পয়দা হইয়া ছিলেন, সেই রাত্রে সে ব্যক্তি বলিয়াছিল, হে কোরাএশগণ অদ্য রাত্রে তোমাদের মধ্যে কাহারও পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি? তাহারা বলিল, আমরা অবগত নহি। সে ব্যক্তি বলিল, তোমরা ইহার অনুসন্ধান কর, কারণ অদ্য রাত্রিতে শেষ উম্মতের নবি পয়দা হইয়াছেন, তাঁহার দুই স্কন্ধের মধ্যে একটি চিহ্ন আছে, উহাতে কতকগুলি লোম আছে। তাঁহারা তথা হইতে চলিয়া গিয়া লোগদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কেহ তাহাদিগকে বলিল, আবদুল্লাহ বেনে আবদুল মোত্তালেবের একটি পুত্র সন্তান পয়দা হইয়াছে। য়িহুদী তাহাদের সহিত আবদুল্লাহের গৃহে উপস্থিত হইল। উক্ত বালকটিকে বাহির করা হইলে, য়িহুদী তাহার পৃষ্ঠদেশের চিহ্ন (মোহরে-নবুয়ত) দর্শন করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার চৈতন্য লাভের পরে লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি, বনি ইস্রায়েল সম্প্রদায় হইতে নবুয়ত (পয়গম্বরি) দূরীভূত হইয়াগেল। আল্লাহ তাঁহাকে তোমাদের উপর পরাক্রান্ত করিবেন, ইহার সংবাদ দুনইয়াব্যপী হইয়া পড়িবে। এমাম এবনো- হাজার বলিয়াছেন, ইহার ছনদ হাছান উৎকৃষ্ট। জরকানি, ১/১২০/১২১, হাশিয়ায়-একলিল ৪/৩০৯, খাছায়েছে কোবরা, ১/৪৯/৫০।

খতিব বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা শরিফে একজন য়িহুদী বিদ্বান ছিলেন, হজরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার রাত্রে বলিয়াছিলেন অদ্য রাত্রে তোমাদের, এই শহরে একজন নবী পয়দা হইবেন। তিনি (হজরত) মুছা ও হারুণ আলায়-হেচ্ছালাম কে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের উম্মতের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবেন। সেই রাত্রেই হজরত (ছাঃ) পয়দা হইয়াছিলেন। সেই য়িহুদী বিদ্বান হেরম শরিফে দাখিল হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত এবাদতের যোগ্য আর কেহ্ নাই, নিশ্চয় মুছা সত্য এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ সত্য। হাশিয়ায় একলিল, ৪/৪১০।

আবুনইম ও এবনো-আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন, মর্রোজ জাহ্রান নামক স্থানে শাম দেশবাসী এক য়িহুদী দরবেশ থাকিতেন তাহার নাম ইছা ছিল, আল্লাহ্ তাহাকে বহু এলম দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজের এবাদত গৃহেই থাকিতেন, কখন মক্কা শরিফে আগমন পূর্ব্বক লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতেন, হে মক্কাবাসীগণ, তোমাদের মধ্যে অতি সত্বর একটি বালক ভূমিষ্ঠ হইবে, আরববাসীগণ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এবং তিনি আজম দেশের অধিকারী হইবেন। ইহাই সেই জামানা, যে কেহ্ তাঁহার জামানা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিবে, সফল মনোরথ হইবে। আর যে ব্যক্তি তাঁহার জামানা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরন করিবে ব্যর্থমনোরথ হইবে। খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি, যে শান্তিময় দেশে মদ ইত্যাদি নানাবিধ সুখাদ্য বস্তু আছে, আমি সেই শামদেশ ত্যাগ করিয়া এই ফল শস্য শূন্য অশান্তিময় দেশে কেবল তাঁহার অনুসন্ধানে আগমন করিয়াছি। মক্কা শরিফে যে কোন বালক ভূমিষ্ঠ হইত, তাঁহার নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইত। তদুত্তরে তিনি বলিতেন, এখনও তিনি আগমন করেন নাই। হজরত (ছাঃ) ভুমিষ্ঠ হওয়ার পরে অতি প্রাত্যুষে আবদুল মোত্তালেব উক্ত দরবেশের এবাদত গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে ডাকিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট যে বালকের কথা বলিতাম, সেই বালক অদ্য সোমবারে ভুমিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি সোমবারে পয়গম্বরী প্রাপ্ত হইবেন এবং ঐ দিবসে তিনি গোরবাসী হইবেন। তাঁহার ভুমিষ্ঠ হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ যে নক্ষত্র উদয় হওয়ার কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই নক্ষত্র গত রাত্রিতে উদয় হইয়াছে। তাহার চিহ্ন এই যে, তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তিন দিবস পীড়িত থাকিয়া সুস্থ হইয়া যাইবেন। হে আবদুল মোত্তালেব, তুমি এই কথা

কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, কেননা শত্রুরা তাঁহার সম্বন্ধে এত অধিক দ্বেষ হিংসা পোষণ করিবে— যাহার দৃষ্টান্ত জগতে নাই এবং বিদ্বেষ-পরায়ণ লোকেরা তাঁহার প্রতি এত অধিক অত্যাচার করিবে, যাহা ইতি পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আবদুল মোত্তালেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার বয়স কি হইবে? তিনি বলিলেন, সত্তরের অধিক হইবে না এবং ষাটের কম হইবে না, ৬১ কিম্বা ৬৩বৎসর হইবে।

খাছায়েছে কোবরা, ১/৫০ পৃঃ ।

এবনো আবি-হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) পয়দা হইলে, পৃথিবী জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়াছিল, সেই সময় ইবলিছ বলিয়াছিল যে, অদ্য রাত্রে একটি বালক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বালক আমাদের কার্য্যকলাপ বিনষ্ট করিয়া দিবে। তখন ইবলিছের শিষ্যরা বলিয়াছিল, হে শিক্ষক, তুমি তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার বিবেক বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দাও। ইবলিছ হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল, অমনি আল্লাহতায়ালা (হজরত) জিবরাইল (আঃ) কে প্রেরণ করিলেন, তিনি ইবলিছকে একটি পদাঘাত করেন, ইহাতে সে আদন নামক শহরে পতিত হয়। —খাছায়েছে কোবরা, ১/৫১ পৃষ্ঠা।

জোবাএর ও এবনো-আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন, ইবলিছ পূর্ব্বাকালে সাত আছমান অতিক্রম করিয়া যাইত। (হজরত) ইছা (আঃ) এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ইবলিছ তৃতীয় আছমান অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র ইবলিছের আছমানে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।—উক্ত কেতাব, উক্ত পৃষ্ঠা।

হজরতের পয়দা হওয়ার পরে বহু উল্কাপাত নিক্ষেপ করিয়া জ্বেন শয়তানদিগের আসমানে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।—জরকানি, ১/২২।

খরাএতি ও এবনো-আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন— "অরাকা-বেনে-নওফল, জায়েদ বেনে-আমর, ওবায়দুল্লাহ বেনে-জাহশ ওছমান বেনেল হোয়ায়রেছ প্রভৃতি কোরাএশগণ একটি প্রতিমার নিকট সমবেত হইত। তাহারা তথায় একরাত্রি উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রতিমাটিকে অধোমস্তকে পতিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তৎপরে তাহারা প্রতিমাটি পূর্ব্ব অবস্থায় স্থাপন করিল, পরক্ষণেই উহা ঐ ভাবে অধোমুখে পড়িয়া গেলে, দ্বিতীয় বার তাহারা উহা

পূর্ব্ব অবস্থায় স্থাপন করিল, তৃতীয় বার প্রতিমাটি অধোমুখে পতিত হইল। ইহাতে ওছমান বেনেল-হোয়ায়রেছ বলিতে লাগিল, নিশ্চয় কোন একটি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। যে রাত্রিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) পয়দা হইয়াছিলেন, সেই রাত্রেই ইহা ঘটিয়াছিল। তৎপরে ওসমান একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিল, যাহার অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইয়াছে —

(১/২) হে পূর্ব্ব দিবসের প্রতিমা—যাহার চারি পার্শ্বে দূর ও নিকটবর্ত্তী স্থানের নেতৃস্থানীয় আগন্তুকেরা সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়নানথাকে, তুমি অধোমুখে পতিত হইতেছ, ইহার কারণ কি? আমাদিগকে বল। কোন বস্তু কি তোমাকে নির্য্যাতন করিয়াছে, কিম্বা তুমি ক্রীড়া কৌতুকভাবে উলটাইয়া পতিত হইতেছ?

(৩) যদি আমাদের কৃত পাপের জন্য এরূপ হইয়া থাক, তবে আমরা ত্রুটি স্বীকার করিব এবং পাপ হইতে বিরত থাকিব।

(৪) আর যদি তুমি পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত অবস্থায় উলটাইয়া গিয়া থাক, তবে তুমি প্রতিমা সমুহের মধ্যে অগ্রণী প্রভু হইতে পার না।

তৎপরে তাহারা প্রতিমাটি লইয়া পূর্ব্ব অবস্থায় স্থাপন করিল অমনি প্রতিমার উদরের মধ্য হইতে একটি জ্বেন বলিতে লাগিল —

"তুমি এরূপ একটি বালকের জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে — যাহার জ্যোতিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সমস্ত ভূভাগ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে, যাহার জন্য সমস্ত প্রতিমা ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে এবং ভয়ে জমিনের বাদশাহগণের অন্তর কম্পিত হইয়াছে। পারস্যের সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, পারস্যের রাজা মহা বিব্রত হইয়াছে, গনকদিগের (সাহায্যকারী) জ্বেনেরা (তাহাদিগকে সংবাদ দিতে) বাধা প্রাপ্তহইয়াছে, এখন তাহাদের পক্ষ হইতে সত্য মিথ্যা সংবাদদাতা আর কেহ নাই। হে কোছাই বংশধরেরা, তোমরা নিজেদের ভ্রান্তি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং ইছলাম ও প্রশস্ত স্থানের জন্য প্রস্তুত হও।— খাছায়েছ, ১/৫২।

খারাএত বর্ণনা করিয়াছেন, জায়েদ এবং অরাকা হাবশের (আবিসিনিয়ার) রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত রাজা কহিলেন, তোমরা এরূপ একটি বালকের সংবাদ রাখ কি? যাহার পিতা তাহাকে জবেহ করার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ, জানি। রাজা বলিলেন তাহার অবস্থা কি হইয়াছে? তাঁহারা বলিলেন, সেই ব্যক্তি আমেনা বিবির সহিত

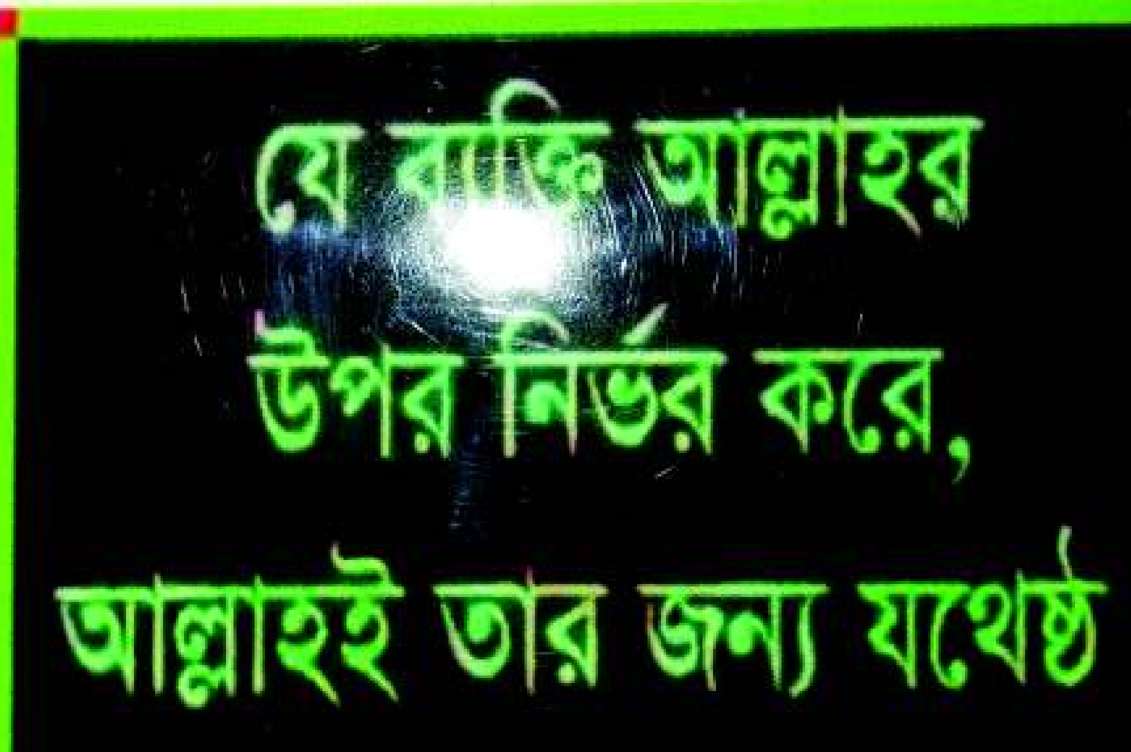
বিবাহ করিয়া তাঁহাকে গর্ভবতী অবস্থায় ত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। রাজা কহিলেন, উক্ত বিবি সন্তান প্রসব করিয়াছেন কি? অরাকা বলিলেন, আমি এক রাত্রে একটি প্রতিমার নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় উহার উদর হইতে একজন শব্দকারীর এই শব্দ শুনিলাম—

"নবি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, রাজাগণ লাঞ্ছিত হইয়াছে, ভ্রান্তি দূরীভূত হইল এবং শেরক্ সমুহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।" তৎপরে উক্ত প্রতিমা অধোমস্তকে ভূপতিত হইল।

জয়েদ বলিলেন, "হে বাদশাহ, আমি উক্ত রাত্রে আবু কোবাএছ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, একটি লোক আছমানের দিক হইতে নামিয়া আসিতেছে, তাহার দুইটি সবুজ রংএর পালক আছে। এই লোকটি উক্ত পাহাড়ে দণ্ডায়মান হইয়া মক্কা শরিফের দিখে মুখ করিয়া বলিতে লাগিল, শয়তান লাঞ্ছিত হইয়াছে, প্রতিমাগুলি বাতিল হইয়া গেল, 'আমিন' (বিশ্বাস ভাজন নবী) ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। তৎপরে সেই ব্যক্তি তাহার বস্ত্রখানি লম্বা করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ধরিল, ইহাতে একটি জ্যোতি প্রকাশিত হইল। তৎপরে সে ব্যক্তি কা'বা গৃহের প্রতিমাগুলির দিকে ইশারা করিল, ইহাতে তৎসমস্ত ভূলুণ্ঠিত হইল।

আবিছিনিয়ার বাদশাহ বলিলেন, আমি উক্ত রাত্রে আমার নির্জ্জন কক্ষে নিদ্রিত ছিলাম, হঠাৎ একটি ঘাড় সমেত মস্তক বাহির হইয়া বলিতে লাগিল, হস্তী স্বামীদের উপর ধ্বংস আপতিত হইল, পক্ষীদল তাহাদিগের উপর কঙ্করময় প্রস্তর নিক্ষেপ করিল, অত্যাচারী দুরাচার 'আসরাম' বিনষ্ঠ হইল, মক্কায় উম্মি নবী ভূমিষ্ঠ হইলেন, যে ব্যক্তি তাঁহার আহবান গ্রাহ্য করিবে, সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হইবে। আর যে ব্যক্তি তাঁহার অবাধ্য হইবে, সে হতভাগ্য হইবে। তৎপরে উক্ত মস্তক জমিনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু কথা বলিতে সক্ষম হইলাম না, আমি দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু সমর্থ হইলাম না, আমার পরিজনগণ আমার নিকট উপস্থিত হইলে, আমি বলিলাম, হাবশিদিগকে আমা হইতে দূরে রাখ। তাহারা তাহাই করিল, তৎপরে আমি বাক্‌শক্তি ও চলৎশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম। খাছেয়েছে কোবরা, ১/৫২/৫৩।

সমাপ্ত।


যে ব্যক্তি আল্লাহর
উপর নির্ভর করে,
আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট ।
(সূরা তালাক ৬৫ : ৩)




✡ কেতাব পাইবার ঠিকানা ✡

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

মাজেদিয়া লাইব্রেরী

সাং- মাওলানাবাগ ❋ পোঃ বশিরহাট ❋ জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা

মোবাইল- ৯৪৩৪৩০০৯৫৭

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামুল মুছান্নিফিন, সুলতানুল, ওয়ায়েজিন, ফখরুল মোহাদ্দেছিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মোহাদ্দেছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহসুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর ওফাৎ স্মরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে

মহান ঈছালে ছওয়াব মাহ্ফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ- ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

❋ পথ নির্দেশ ❋

বাসযোগে ঃ কলকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাটগামী এক্সপ্রেস/ডিলাক্স বাস যোগে এবং শ্যামবাজার হইতে ডি.এন. ১৮ বাস যোগে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ীঙ্গ (শোনপুকুরধার)।

ট্রেনযোগে- শিয়ালদহ হইতে হাসনাবাদ গামী ট্রেনে বশিরহাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী।